ইনি আমাদের প্রিয় নবি

صلى الله عليه وسلم

শায়েখ আহমদ মুসা জিবরিল

লেকচারের শুরুতেই আমি অমুসলিম মেহমানদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই, আজকের এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। আমি উপস্থিত প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষ থেকে আমাদের অমুসলিম গেস্টদেরকে আবারো মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা`আলার কাছে দোয়া করি তিনি যেন তাদেরকে ও আমাদেরকে হেদায়ত দেন এবং আমাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্ললাহ-এর পথে পরিচালিত করেন।

মুসলিম হিসেবে, আমাদেরকে আল্লাহ তা`আলার কাছে দিনে কমপক্ষে সতেরবার হেদায়াত কামনা করতে হয়, আমরা নামাজের প্রতিটি রাকাতে পাঠ করি,

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন[৮]

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, অর্থাৎ আমাদেরকে সর্বদা সরল পথের উপর অবিচল রাখুন। বক্তৃতা শেষে ইসলাম সম্পর্কে আজকে আপনারা যা শুনবেন এবং পূর্বে যা শুনেছেন এ বিষয়ের যে কোন প্রশ্ন, মন্তব্য, ব্যাখ্যা, মতামত, সংশ্লিষ্ট আলোচনা অথবা বিতর্কের জন্য আমার পক্ষ থেকে সাদর আহ্বান রইল আপনাদের প্রতি।

আমরা আজকের প্রোগ্রামে অমুসলিম কোন গেস্ট অংশগ্রহণ করবেন এমনটি আশা করিনি, তাই আমি মুসলিম ও অমুসলিম দু,পক্ষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করার যথাযথ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের আবারও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি অশেষ শুকরিয়া এবং শ্রদ্ধা রইল।

আমরা সবাই জানি, দেহকে খাদ্য যোগান দিয়ে যেমন বাঁচিয়ে রাখতে হয় তেমনি আত্মাকে খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এজন্যই আল্লাহ তা`আলা আমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছেন, মুসা (মোজেজ), ঈসা

---

৮ আল-ফাতিহা ১:৬

(জিসাস), নুহ (নোয়া), আদম আরো অনেক নবি রাসূল এবং সর্বশেষ তাদের আগমন যাত্রাকে মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে, শেষ নবি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করতে, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহর সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখা হলো তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখার অন্যতম অংশ। তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শেষ নবি, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন।

যে জাতির মধ্যে তাঁর আগমন ঘটেছিল

তিনি এমন এক জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়ে ছিলেন যারা ছিল বিক্ষিপ্ত ও দ্বিধাবিভক্ত, যাদেরকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেন ও এক কাতারে নিয়ে আসেন, তারা ছিল পৃথিবীর সবেচেয়ে অসভ্য ও নৈরাজ্যশীল মানুষ, যাদেরকে তিনি সর্বকালের সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেন। তারা ছিল এমন মানুষ যারা গাছের সাথে উট কে বাঁধবে এ নিয়ে ঝগড়া করে মানুষ মেরে ফেলত, আবার কখনো এরকম তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গোত্রীয় কলহ দানা বাঁধত, তারা ছিল এমন মানুষ যারা কবিতার একটি পঙক্তির কারণে গোত্রীয় যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত, তাঁদের কাছে রক্তের কোন মূল্য ছিল না। আরব উপদ্বীপে তারা ছিল আইনশূন্য ও নৈরাজ্যবাদী একদল মানুষ, যাদের নিজেদের মধ্যে এত পরিমাণ যুদ্ধ, খুনাখুনি ও হত্যাকাণ্ড হত যে, তারা বছরে চার মাস যুদ্ধবিরতির জন্য নির্ধারণ করে নেয়।

এ সময়টায় তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেত, নারীদের সংস্রবে যেত এবং বাচ্চা নিত, যাতে তারা বিলুপ্ত হয়ে না পড়ে। তাদের বসবাস ছিল এমন উপত্যকায় যেখানে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না। রোমানদের যেমন তাদের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না, তেমনি পারস্যদেরও। তাদের অঞ্চল অঘোষিতভাবেই দুর্গম ও শাসন অসাধ্য ছিল, তাদের প্রতি কারো কোন আগ্রহ ছিল না। তারা ছিল একদল মূর্তিপূজক যাযাবরের দল, যাদের নেশা ও পেশা ছিল রক্ত ও যুদ্ধ! মানবসভ্যতাকে দেওয়ার মত তাদের কাছে কোন কিছুই ছিল না। এরকম

ঘনঘোর সময় ও অন্ধকার অঞ্চলে হঠাৎ এক বিস্ফোরণ ঘটল, আল্লাহ তা'আলা বলেন

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।[৯]

আল্লাহ তোমাদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন নিরক্ষর মানুষদের কাছে। আল্লাহ তা'আলার শব্দের প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, কারণ এ বাক্যগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা ও চিন্তাপ্রসূত নয়, তোমাদের মধ্য থেকে এই বাক্যাংশের প্রতি দৃষ্টি দিন, কারণ আমরা তাদের নিয়ে এখন কথা বলছি। তিনি তাদের কাছে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি কুরআন পাঠ করবেন, তাদেরকে কুরআনের হেদায়াত ও সুন্নাহ [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানীসমগ্র] শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। তাদের পবিত্র করার জন্য, কারণ তারা ছিল স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত। তারা তাদের সামাজিক জীবন ও অর্থনীতিক জীবনে এবং উপাসনার ক্ষেত্রে বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত ছিল।

---

৯ আল-জুমআহ ৬২:২

যেমন ছিল তাঁর শৈশব

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছিল এক অনিমেষ নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে, অপরদিকে তিনি জন্মের আগে তাঁর পিতাকে হারান, মাকে হারান ছয় বছর বয়সে, প্রতিপালনের জন্য মায়ের ঘর থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় দাদার ঘরে, আট বছর বয়সে হারান দাদাকে, দাদার ঘর থেকে তাকে চলে যেতে হয় চাচার ঘরে। বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকেন। এরপর যখন পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তাঁর চেয়ে পনের বছর বড় একজন নারীকে বিয়ে করেন, যার এর আগে আরো দুটি বিয়ে হয়।

তিনি লিখতে জানতেন না, পড়তেও জানতেন না, তিনি পড়ালেখা জানা মানুষ ছিলেন না। আপনারা জানেন যে, তিনি অনেক মহৎ ও ইতিবাচক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন, তবে কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছেন, এরকম দুঃসহ শৈশব ও সংকটময় জীবন সত্ত্বেও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য কিছু দিনের মধ্যে তাঁর সময়কার পৃথিবী এবং আমাদের সময়কার পৃথিবী পরিবর্তনে যে প্রভাব রেখে গেছেন যা কেবল আল্লাহ তা`আলার পক্ষ থেকে নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ঘটনা, কোন রক্তমাংসে গড়া মানুষের পক্ষে কি এরকম কিছু করা সম্ভব?

সমস্ত সংকট ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে [আমি যা বললাম সেটা তো সামান্য কিছু ছিটেফোঁটা] কয়েক বছরের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর কালিমার বদৌলতে তিনি আরব উপদ্বীপকে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সভ্য ও মার্জিত সমাজে পরিণত করে তুলেন। ইসলামের ঝলমলে আলোকে পৃথিবীর এ ভূখণ্ডটি উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর বুকে ইসলামের সম্প্রসারণ ছিল বিস্ময়কর ও অলৌকিক, এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে আরব উপদ্বীপ থেকে স্পেন হয়ে আফগানিস্তানের পূর্বদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় পৌঁছে গিয়েছিল ইসলামের জয়যাত্রা। এতদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল একশ বছরেরও কমসময়ের মধ্যে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সে সময় ইন্টারনেট ছিল না, তাদের স্যাটেলাইট ছিল না, এমনকি তাদের টেলিফোনও ছিল না। তবে তাদের

বিরুদ্ধে ছিল নানা গুঁজব ও অপপ্রচার এবং তাদের বিরুদ্ধে ছিল যুদ্ধবাজ বিভিন্ন জাতি। এত কিছু সত্ত্বেও ইসলাম এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে আমাদের কল্পনার বাহিরে। আজ আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে, ইসলাম হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধমান ধর্ম, আর এটি বাস্তবতা ও তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রমাণিত। ইসলাম সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধমান ধর্ম কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে, ধনীদের মধ্যে, দরিদ্রের মধ্যে, কারগারের বাহিরে, কারগারের ভিতরের, মানবজীবনের যত অধ্যায় আছে সর্বক্ষেত্রে ইসলাম সবচেয়ে দ্রুত ধর্ম।

নিজেদের ঈমানের পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা রাসূলকে ডিফেন্ড করি

আলোচনার আরো গভীরে প্রবেশের আগে, আমি এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করেনিতে চাই, আমি এখানে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিফেন্ড করার জন্য দাঁড়াইনি, কারণ তাকে ডিফেন্ড করার জন্য আমার মত কারোরই তাঁর প্রয়োজন নেই। যখন তিনি জীবিত ছিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তা`আলা তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এমনকি মৃত্যুর পরেও। তাই প্রত্যেক মুসলিমকে নিজের ঈমানের পরিচয় ও প্রমাণ দেওয়ার জন্য তাকে ডিফেন্ড করতে হবে। আমি যা করছি তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস ও ঈমানের প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র। আমাদের প্রয়োজনেই নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা ডিফেন্ড করছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে আমরা তাকে ডিফেন্ড করছি না।

যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত ও মনোগত বামনেরা তাদের ঘৃণা ও ক্রোধের তীর আমাদের প্রিয়তমের দিকে ছুঁড়ে মারে, তাদের তখন জেনে রাখা উচিত ছিল যে, বামন ও নিচরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তহীন আকাশে কখনই পৌঁছুতে পারবে না। যারা মাটিতে বসে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রকে নিশানা করে ঢিল ছুঁড়ে তাদের বুঝতে হবে, তার ছোড়া ঢিল তার দিকেই এসে পড়বে। তারা কি জানে না যে, অবশ হাত দিয়ে পাহাড়ের চূড়া ছোঁয়া যায় না। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে কি কখনো সূর্যের কপালে ভাঁজ পড়ে?

যখনই শুনবেন আপনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ আঘাত করছে [আপনারা প্রায় শুনে থাকবেন], তখন কল্পনা করুন, একদল লোক ঝাড়ু নিয়ে এক টুকরা জমির ধুলোবালু পরিষ্কার করছে। ঝাড়ু দেওয়ার কারণে জমি থেকে ধুলোবালি উড়ে যাবে ঠিক, কিন্তু একটু পরেই সে ধুলো তাদের মুখের উপরই এসে পড়বে। আল্লাহই একমাত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি তাকে জীবিত অবস্থায় যেমন হেফাজত করেছেন, তেমনি মৃত্যুর পরেও হেফাজত করছেন।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন না।[১০]

তার ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ তা`আলা তাঁকে রওজায়ে আতহারে হেফাজত করেছেন, অনেক নরাধমই তার পবিত্র দেহকে চুরি করতে চেয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা`আলার কাছে অনেক উঁচু ও মহান। ওয়াল্লহি, পৃথিবীর কোন মানুষ আল্লাহ তা`আলার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে প্রিয় নন। আল্লাহ তা`আলা সমগ্র মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাদের থেকে কিছু মানুষকে তিনি বেঁছে নিয়েছেন, তিনি তাদের থেকে নবি ও রাসূল নির্বাচন করেছেন, তারপর নবি ও রাসূলদের মধ্য থেকে তিনি রাসূলদের বেঁছে নেন, তারপর রাসূলদের থেকে তিনি পাঁচজন বিশেষ রাসূলকে মনোনীত করেন, নুহ,

---

১০ আল-মাইদাহ ৫:৬৭

ইবরাহিম, মুসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ আলাইহিমুস সালাম ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাদের পাঁচজনের মধ্য থেকে তিনি ইবরাহিম ও মুহাম্মাদকে বেঁছে নেন, সর্বশেষ তাদের মধ্য থেকে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেঁছে নেন। কুরআনুল কারিমের পঁচিশ আয়াতের বেশি জায়গায়, আপনারা লক্ষ্য করবেন যেখানে আল্লাহ তা`আলা মুমিনদের নিঃশর্ত আনুগত্যের কথা বলেছেন সেখানেই তিনি নিজের নামের সাথে তার নামকে যুক্ত করে দিয়েছেন।

আঘাতের ইতিহাস অনেক পুরনো

এই আঘাত ও আক্রমণ নতুন নয়, আর এটা শেষও নয়। রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আক্রমণের ইতিহাস অনেক পুরনো, এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা`আলার প্রথম সৃষ্টির মতই পুরাতন, এই আক্রমণ চলছিল এবং চলতেই থাকবে। মিথ্যার সাথে সত্যের দ্বন্দ হবেই, জুলুমের সাথে ইনসাফের সংঘাত অনিবার্য। সেই আবহমান কাল থেকেই তাদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ লেগে আছে, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল সেই সংঘাতেরই একটি অংশ।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবির জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না।[১১]

কুরআনের এই বিস্ময়কর আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, যেনো আয়াতটি আজ আমাদের সময়ের কথাই বলছে। আমি প্রত্যেক নবির বিরুদ্ধেই শত্রু নিযুক্ত করে রেখেছি, মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তান। নিশ্চয়

---

১১ আল-আনআম ৬:১১২

তারা শয়তান, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের রয়েছে বলিষ্ঠ ও সাজানো বক্তৃতা। তারা তাদের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে থাকে। তোমার প্রভু যদি না চাইতেন, তাহলে তারা এরকমটা করতে পারত না। তাদের মিথ্যাচার ও গলাবাজির ভ্রুক্ষেপ কর না। আল্লাহ তা`আলা পরীক্ষা করে দেখতে চান যে কে বিশ্বাসী হয়, আর কে অবিশ্বাসী হয়। প্রতিটি রাসূল, প্রতিটি নবি, এমনকি যারা নবি ও রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাদের সকলেরই শত্রু আছে। আমাদের প্রিয় ঈসারও শত্রু ছিল, আমাদের প্রিয় মুসারও শত্রু ছিল।

ইনি তো তোমাদের সেই সৎ ও বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ

আলোচনার শুরুতে আমি যে আয়াত পাঠ করেছি সে আয়াতে আল্লাহ তা`আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল , তার মানে, তারা ভাল মতই জানত যে, এ লোকটি কে? যে মুহূর্তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতে উঠে তার সম্প্রদায়কে ডাকেন, যে মুহূর্তে তিনি তাঁর নবুওয়াতের ঘোষণা দেন সেই তখনই আল্লাহ তা`আলা কুরআনে কারিমে তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ

অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।[১২]

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।[১৩]

তুমি তোমার পরিবার ও স্বজনদের থেকেই দাওয়াতের কাজ শুরু কর দাও, লক্ষ্য করুন আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে থেকে একজন

---

১২ আল-হিজর ১৫:৯৪

১৩ আশ-শুআরা ২৬:২১৪

রাসূল, যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেদিন থেকে নিয়ে তাঁর যখন চল্লিশ বছর বয়স সেদিন পর্যন্ত মক্কার লোকেরা তাঁকে যে নামে ডাকত তা ছিল আল-আমিন সৎ ও বিশ্বস্ত

আল আরনাউতের তাখরিজকৃত মুসনাদে আহমদে উল্লেখ আছে, যখন পবিত্র কাবা শরিফের পুরাতন ভবনটি ভেঙ্গে পড়ে তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্র কুরাইশেরা তা সংস্কার করতে চায়। যখন তারা নতুন করে কাবাগৃহ নির্মাণে হাত দেয়, তখন প্রতিটি শাখা-গোত্র কাবার একটি অংশ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয় এবং তারা এ বণ্টনে খুশিও ছিল। নির্মাণের শেষে এবার হাজরে আসওয়াদ পবিত্র পাথর রাখার পালা আসে, আমাদের কাছে এটা পবিত্র পাথর এবং তাদের কাছেও এটা পবিত্র ছিল।

তাদের মধ্যে কথা উঠে পাথারটি ভিতরে কে রাখবে? পাথরস্থাপন নিয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়, সেখান থেকে ব্যাপারটি রক্তপাতের দিকে গড়ায়। তাদের একজন বলে, আসো ব্যাপারটা মীমাংসা করার জন্য আমরা কাউকে বিচারক হিসেবে মেনে নেই, তখন আবার প্রশ্ন ওঠে বিচারক কে হবে? সে তখন বলল, কাবা চত্বরে এখন সর্ব প্রথম যে প্রবেশ করবে, তাঁকে আমরা আমাদের বিচারক হিসেবে মেনে নিব।

কী বিস্ময়! মুহাম্মমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তখন প্রবেশ করেন। কেউ আশা করেনি যে, সেখানে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তি এবং গোত্র ও শাখা-গোত্রের নেতা সকলেই এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। কিন্তু সবাই একমত পোষণ করে, তাদের একজনও বিরোধিতা করেনি। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা সবাই তাঁকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নিয়েছি। এই আইনবিবর্জিত নৈরাজ্যবাদীরা হঠাৎ একই সাথে ঐক্যমত্য প্রকাশ করল যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের বিচারক হিসেবে মেনে নিয়েছে।

অনেক মুসলিমরাই এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে একেবারেই ভাসাভাসা পর্যালোচনা করে, কিন্তু এটা কোন ছোটখাট বা সামান্য কোন ঘটনা ছিল না, এটি ছিল ইতিহাসের একটি অসামান্য ঘটনা। অনেক ঐতিহাসিকদের

মতে এবং অনেক হাদিসেও লিপিবদ্ধ আছে যে, বিবাদ মীমাংসার ঘটনাটি নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে ঘটেছিল, অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। আমি কিছু সহিহ হাদিসে পেয়েছি যে, এই ঘটনাটি ঘটেছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার ঠিক ছয় মাস আগে, অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স ছিল উনচল্লিশ বছর ছয় মাস। আল্লাহ তা`আলা এ ঘটনার মাধ্যমে আসলে তাদেরকে যা বুঝাতে চেয়েছিলেন, তা হলো ঠিক যেমনি তোমরা তাঁকে বিনাবাক্যে ও সর্বসম্মতভাবে তোমাদের বিচারক হিসেবে গ্রহণ করেনিয়েছ, ঠিক যেমনি তাঁকে তোমরা আল-আমিন [সৎ ও আমানতদার] সম্বোধন কর, মনে রেখ, কিছুদিন পড়ে তোমাদের উদ্দেশ্য এক মহান বার্তা আসবে, তাই যেভাবে তোমরা তাঁর ফায়সালা মেনে নিয়েছ, ঠিক তেমনি তাঁর বার্তাকেও মেনে নিবে।

নবিজি স্থিত প্রজ্ঞার সঙ্গে সে সময় নিজের উপরের কাপড় খুলে নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে তাদেরকে হাজরে আসওয়াদ তার উপর রাখতে বলেন। তারপর তিনি প্রতিটি গোত্রকে কাপড়ের এক প্রান্ত ধরার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি নিজেই সেই কালো পাথর নিয়ে তার পবিত্র হাত দিয়ে কাবার দেওয়ালে স্থাপন করেন। এই ঘটনাটি স্মরণ রাখুন। এই ঘটনাটি ঘটে তার যখন প্রায় চল্লিশ বছর বয়স, ঠিক রিসালতের কিছুদিন আগে।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটি আপনাদের আমি শুনাব সেটা ঘটেছিল তার রিসালাতের পড়ে, মাত্র কয়েকমাস পড়ে। এই ঘটনাটায় দেখা যায় যে, তখনও নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিল সৎ ও বিশ্বস্ত। সহিহ বুখারিতে আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা নামক পাহাড়ে উঠেন, তিনি একেবারে চূড়ায় উঠে যান, যেখান থেকে তিনি পাহাড়ের পিছনের অংশ দেখতে পাচ্ছিলেন। তবে অন্য কারো পক্ষে পাহাড়ের পিছনের অংশ দেখা সম্ভব ছিল না।

সেখান থেকে তিনি সকল গোত্র ও উপগোত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। একজন একজন করে সবাই উপস্থিত হয়, একজন মানুষও অনুপস্থিত ছিল না সেই মজলিসে, যারা নিজেরা উপস্থিত হতে পারেনি, তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছিল। লক্ষ্য করুন তিনি কীভাবে কথা শুরু

করেন *আমি যদি তোমাদেরকে বলি, আমার পিছনে একটি শত্রু কাফেলা তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?* তারা তখন উত্তর দিয়েছিল মুহাম্মাদ, তুমি তো আমাদের সাথে কখনো মিথ্যা বলনি। লক্ষ্য করুন: *আগে তো তুমি আমাদের সাথে কখনো মিথ্যা বলনি।* তখন নবিজি বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা`আলার ব্যাপারে সতর্ক করছি, আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তখনই বাঁধে হট্টো গোল, তাঁর চাচা আবু লাহাব বলে উঠে

تبا لك! ألهذا جمعتنا

তুই ধ্বংস হ, এজন্যই কি তুই আমাদের সমবেত করেছিস?

সে তার ভাতিজার দিকে থুথু ছুঁড়ে মেরে বলে এজন্যই কি আমাদের একত্র করেছিস?

ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আবু লাহাবের প্রতি এবং এ যুগে যুগে সেই আবু লাহাবের দোসরদের প্রতি আমার প্রশ্ন মাত্র কিছুদিন আগে, কয়েকমাস আগে, পুরো মক্কায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে সৎ ও বিশ্বস্ত এবং তোমরা সকলে একবাক্য তাঁকে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিবাদে বিচারক হিসেবে মেনে নিয়েছ, যে বিবাদের কারণে তোমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে যেতে পারত, এই মাত্র সামান্য কয়েকমুহূর্তে আগে, তোমরা সবাই যাকে সৎ ও আমানতদার বলেছ, যে কিনা তোমাদের সাথে কখনো মিথ্যা বলেনি, সেই কিনা এখন তোমাদের সাথে মিথ্যা কথা বলছে? সে কি না এখন একজন মানুষের সাথে নয়, বরং মানবজাতির প্রভুর ব্যাপারে মিথ্যাচার করছে? ঠিক যে মুহূর্তে সে বলল, আমি আল্লাহ তা`আলার ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছি, আমি তোমাদের কাছে ন্যায় ও কল্যাণ নিয়ে এসেছি, তখনই তোমরা তাঁকে মিথ্যুক ও প্রতারক বলে তার মুখে থুথু মারছ?

তাঁকে রক্ষা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তা`আলার অনন্য ভালোবাসা কারণেই তিনি নিজেই তাঁর রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন, আর এটা একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একক বৈশিষ্ট্য। এসো আমার সাথে কুরআনের পাতা উল্টাও, দেখবে যে, যখনই এবং যেখানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ এসেছে সেখানেই আল্লাহ তা`আলা নিজে তাঁকে ডিফেন্ড করেছেন। সকল রাসূল ও পয়গম্বর নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করেছেন, কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া। নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আমরা লক্ষ্য করি

قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَٰلَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই, কিন্তু আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।[১৪]

নবি হুদের ঘটনাও ঠিক একই তিনি নিজে নিজের পক্ষে কথা বলেছেন,

أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

তোমাদের কে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বস্ত।[১৫]

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এবার লক্ষ্য করা যাক, ফেরাউন মুসা আলাইহি ওয়াস সালামকে বলেন

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۖ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا

---

১৪ আল-আরাফ ৭:৬১

১৫ আল-আরাফ ৭:৬৮

আপনি বনি -ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বললঃ হে মূসা, আমার ধারণায় তুমি তো জাদুগ্রস্থ।[১৬]

মুসা উত্তরে বলেন

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

তিনি বললেনঃ তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছো।[১৭]

কে উত্তর দিচ্ছে? তারা নিজেরাই, এরকম ঠিক সবাই। এবার শুনুন, যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ করা হয় তারা যখন তাঁর বিরুদ্ধে কবি হওয়ার মিথ্যা অভিযোগ আনে, তখন আল্লাহ তা`আলা বলেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

এবং এটা কোন কবির কালাম নয়, তোমরা কমই বিশ্বাস কর।[১৮]

তারা যখন তার বিরুদ্ধে গণক ও ভবিষ্যৎবক্তার অভিযোগ দেয়, তখন আল্লাহ তাদের জবাব দেন,

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়, তোমরা কমই অনুধাবন কর।[১৯]

---

১৬ বানু ইসরাঈল ১৭:১০১
১৭ বানু ইসরাঈল ১৭:১০২
১৮ আল-হাক্কাহ ৬৯:৪১
১৯ আল-হাক্কাহ ৬৯:৪২

তারা যখন অভিযোগ দেয়, সে একজন পাগল

وَقَالُوا يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

তারা বলল, হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উম্মাদ।[২০]

তখন আল্লাহ্ জবাব দেন

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ

এবং তোমাদের সাথী পাগল নন।[২১]

তারা বলে যে, সে একজন মিথ্যুক

وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ

তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর।[২২]

২০ আল-হিজর ১৫:৬
২১ আত-তাকউইর ৮১:২২
২২ সাদ ৩৮:৪

আল্লাহ জবাব দেন

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ

আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে।[২৩]

তুমি কষ্ট পেয়ো না, কারণ, এসব ব্যক্তিগত আঘাত তোমার উদ্দেশ্য নয়, এসব আঘাত মূলত আল্লাহ তা`আলা ও তার বাণীর উপরই, তোমার উপর নয়। যখনই তিনি আক্রমণের শিকার হতেন, আল্লাহ তা`আলা তাঁকে বিজয় দিতেন, বরং নবিজি নিজে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে সাহায্য করতে, যেমনটি তিনি কবি হাসানকে আঘাত করতে বলেছেন তাদেরকে যখন তারা আঘাত করত।

وَإِن يُرِيدُوٓا۟ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ

পক্ষান্তরে তারা যদি তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে।[২৪]

---

২৩ আল-আনআম ৬:৩৩

২৪ আল-আনফাল ৮:৬২

মৌখিক আঘাত

আমি বলি, সেই রিসালাতের সময় থেকেই আল্লাহর প্রিয়তম ও আমাদের প্রিয়তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আল বায়হাকি ও আল বুখারি বর্ণনা করেন, এক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরকে সর্বদা নজরে রাখত, একবার সে হাতে কয়েকটি পাথর নিয়ে তাঁকে তালাশ করতে থাকে। তার উদ্দেশ্য ছিল পাথর দিয়ে তাঁকে আঘাত করা। কাবার কাছে আবু বকরকে সে দেখতে পায়। সে তখন আবু বকরকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমার বন্ধু কোথায়? সে নাকি কবিতা পাঠ করে আমাদের সমালোচনা করে।

তার নাম ছিল উম্মে জামিল, সে ছিল তার চাচা আবু লাহাবের স্ত্রী, যার কথা কিছুক্ষণ আগে আপনাদের সামনে বলেছি। এই দম্পতি একযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। উম্মে জামিল ছিল সেই মহিলা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগ মুহূর্তে চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। কাবা চত্বরে সে আবু বকরকে লক্ষ্য করে বলে, আমি শুনেছি যে, তোমার বন্ধু আমার নামে নিন্দা গায়। ওয়াল্লাহি, আমি যদি তাঁকে দেখতে পাই, তাহলে তার মাথা ও মুখ আমার এই হাতের পাথর দিয়ে থেঁতলে দিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবুও সে তাঁকে দেখতে পায়নি, সে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে চলে যায়,

مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا

মুযাম্মিকে[২৫] আমরা মানি না, তাঁর ধর্মকে আমরা ঘৃণা করি এবং তাঁকে আমরা অস্বীকার করি!

সে কবিতার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে। আবু বকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে তাকিয়ে বলে, সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তিকে আমার থেকে সরিয়ে

---

২৫ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে মুযাম্মাম বলেছে; যার অর্থ দোষযুক্ত।

নিয়েছিলেন। এ ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবে রাসূলকে ডিফেন্ড করার ঘটনা।

উম্মে জামিলের এরকম স্পর্ধা দেখে আবু বকর ও সাহাবিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রজ্ঞা ও হিকমতের মাধ্যমে তখনকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, সে তো মুযাম্মামকে ব্যঙ্গ করেছে, আর আমার নাম তো মুহাম্মাদ। তাই সে তো আমাকে ব্যঙ্গ করেনি। এভাবে তিনি তার বন্ধু ও সাহাবিদের শান্ত করেছিলেন।

তার স্বামী আবু লাহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চোখে চোখে রাখত। যদি কেউ তাঁকে অভিবাদন জানত অথবা কোন আসর বা হাটবাজারে যখন মানুষ তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত তখন সে চিৎকার দিয়ে বলত, সে একটা মিথ্যুক! সে একটা মিথ্যুক!

সে সারাক্ষণই রাসূলকে ব্যঙ্গ করত। তার একটি উপহাস কুরআনে কারিমে লিপিবদ্ধ আছে। সেই তখন এবং এখনও আরবদের কাছে বংশের নাম ধরে রাখার জন্য পুত্রসন্তান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র সন্তানই জীবিত ছিল না। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই ব্যঙ্গ করে বলত যে, তার নাম, বংশ, যশ, খ্যাতি একদিন হারিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা নিজে এর জবাব দেন,

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ

যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।[২৬]

যে তোমাকে ঘৃণা করে, তারাই নাম নিশানা হারিয়ে যাবে তার নাম, তার আলোচনা, তার অস্তিত্ব। আবু লাহাবের সন্তান ছিল বিশটি, সে এ নিয়ে খুব গর্ব করত, কিন্তু তার বংশ, তার নামধাম এবং তার আলোচনা আজ

---

২৬ আল-কাউসার ১০৮:৩

নেই। লক্ষ্য করুন, আজ কতজন আবু লাহাব আছে এ সমাজে? কয়জন মানুষের নাম আবু লাহব? তার আসল নাম ছিল আবুল উজ্জাহ? কয়জনের নাম আজ আবুল উজ্জাহ? তার মত কয়জনের কথা আজ আপনারা শুনতে পান?

তার বিপরীতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকান। দশ বছর আগে, কলাম্বিয়া ইন্সাইক্লোপিডায়ার অনুসারে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বিখ্যাত নাম হলো মুহাম্মাদ। এই পরিসংখ্যানটি ছিল মুহাম্মাদের নামে সামান্য অপরিবর্তিতরূপের উপর, মুহাম্মাদ নামের কয়েকটি রূপ আছে। যদি আমরা মুহাম্মাদ নামের অন্যান্য রূপ নিয়ে তার সাথে আহমদ [আমার নাম আহমাদ, যেটি আরেকটি রূপ], মাহমুদ ইত্যাদি নাম যোগ করি, আর এর সাথে সেই দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর অধিবাসীদের নামও যুক্ত করি, যাদের নাম তাদের দেশে এন্ট্রি করা হয় না, তাহলে নিঃসন্দেহে আজকের পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বিখ্যাত নামটি হবে মুহাম্মাদ। আর আবু লাহাব, আমার সন্দেহ হয়, মনে একজনের নামও পাওয়া যাবে না যে, তার নাম আবু লাহাব।

রাসূলকে আঘাত করার পরিণতি

আবু লাহাবের ছেলে উতবাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে ছিল, সে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। তারা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই কাছের আত্মীয় চাচা, চাচী ও চাচাত ভাই। সে অবশ্য শুরু দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করত।

তবে একদিন কুরআনের একটি সুরা তার অপছন্দ লাগে, পরবর্তীতে সে বলত আমি গোটা কুরআন বিশ্বাস করি, তবে সুরা নাজম বিশ্বাস করি না। এরপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেওয়া শুরু করে। সে তাঁকে এতটাই কষ্ট দিতে থাকে যে, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদদোয়া করেন।

কিছুদিন পরে উতবা এক সফরে দামেস্কে যায়। সে আয-যারকা নামে একটি জায়গায় পৌঁছে। সেখানে তারা যাত্রা বিরতি দিলে, তার তখন মনে

পড়ে যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে একবার বদদোয়া করেছিলেন। সে তখন তার সফরসঙ্গীদের বলেন, আমি যদি নিরাপদে রাত কাটিয়ে সকালে জাগতে পারি, তাহলে তোমরা সবাই একহাজার স্বর্ণমুদ্রা পাবে, আমাকে রক্ষা করার বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিব। তখন তারা তাকে তাদের মাঝখানে রেখে নিজেরা চারপাশে শুয়ে পড়ে, আর উট ও ঘোড়া তাদের নিজেদের চারপাশে বেঁধে রাখে।

সাধারণত, যদি কোন বাঘ, সিংহ বা কুকুর এজাতীয় হিংস্রপ্রাণী আসে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাণীটি কিনারে কারো উপর আক্রমণ করবে, সেটি মাঝখানে যাবে না। সেই রাতে একটা সিংহ বা কুকুর এসে তার আশপাশের উটঘোড়া ও মানুষজনের মধ্যদিয়ে তাকে কামড় দিয়ে মুখে করে নিয়ে চলে যায়। তার বাবা যখন তাকে সফরের আগে বিদায় জানাচ্ছিল, তাকে জড়িয়ে ধরে এতটাই কান্না করেছিল যে, মনে হচ্ছিল, সে তাকে আর দেখতে পাবে না। সে তাকে কানে কানে বলেছিল

والله ما قال محمد شيئا إلا كان

মুহাম্মাদ কিছু বললে সেটা ঘটেই থাকে।

এ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু। সেই কিনা বলে যে, ওয়াল্লাহি, মুহাম্মাদ যখনই কোন কিছু বলে সেটা সে যেভাবে বলেছে সেভাবে ঘটবেই। তারা বিশ্বাস করত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎ, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মানুষ। এ ছিল মাত্র একটি পরিবারের কথা, চাচা, চাচী ও চাচাত ভাইয়ের পরিবার। যদি তার চাচা, চাচী এবং চাচাত ভাই যারা তার পাশের বাড়িতে থাকত, যারা একই দেওয়ালের এপিঠ-ওপিঠ বাস করত, তারাই যদি তার সাথে এরকম আচরণ করে থাকে, তাহলে সমাজের বাকিরা তার সাথে কেমন ব্যবহার করত এবং প্রিয় রাসূলের সাথে তাদের আর কতকিছু করারই বা ক্ষমতা ছিল, আমরা একটু ভেবে দেখি।

এ যুদ্ধ অনেক পুরনো, আর এ যুদ্ধ চলতেই থাকবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করবেন এবং তিনি আমাদেরকে তাকে ডিফেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুনানে তিরমিজিতে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, একবার আবু জাহেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত পড়তে দেখে, তাকে দেখেই সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি কি তোকে এসব করতে নিষেধ করিনি? সে বলতে থাকে, তুই কি জানিস, আমি কে? আমার গোত্র আছে, আমি এখানকার সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, তাই আমি যখন তোকে কোন কিছু করতে নিষেধ করব, তখন সেটা করবি না। এখানে কোন সময় নামাজ পড়বি না, নয়ত আমি লোকজন নিয়ে আসব।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেন

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ

অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক, আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।[২৭]

তাকে তার লোকজন নিয়ে আসতে বল, আর আমি জাহান্নামের ফেরেশতাদের পাঠাচ্ছি ওকে পাকড়াও করার জন্য। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর কসম, সে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনরকম খারাপ কিছু করত, তাহলে জাহান্নামের ফেরেশতারা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেত।

দৈহিক আঘাত

সহিহ বুখারিতে ইবনে মাসউদ থেকে আরেকটি হাদিস আছে, কুরাইশের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক বসে খোশগল্প করছিল, তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন দুশমন তাকে নামাজ পড়তে দেখে তাদেরকে প্রস্তাব দেয়, তোমাদের মধ্যে কেউ কি কালকের জবাই

---

২৭ আল-আলাক ৯৬:১৭-১৮৬

করা উটের নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে এসে ওর পিঠের উপর রেখে আসতে পারবে? তারা চাচ্ছিল, উটের পরিপাকতন্ত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের উপর ফেলতে, যাতে তিনি সিজদা থেকে মাথা না তুলতে পারেন। উকবা বিন আবি মুয়াইত যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক ছিল, সে প্রস্তাব শুনে বলে, হ্যাঁ, আমি পারব।

তারা চাচ্ছিল এসব দেখে একটু মজা নিতে। উকবা বিন আবি মুয়াইত তখন উটের ভরি নিয়ে এসে রাসূল যখন সেজদায় যান তখন তার পিঠের উপর ফেলে রাখে। ভুরির পরিমাণ বেশি হওয়ায় তিনি সিজদা থেকে উঠতে পারছিলেন না। কারণ, সেখানে কয়েকটি উটের ভুরি ছিল। ইবনে মাসউদ বলেন, আমি তখন প্রচণ্ড ভীতগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করার জন্য তার কাছে যেতে পারছিলাম না। আমি রাসূলের কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ডাক দেই, তিনি তখন ছোট ছিলেন। তিনি দৌড়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেন। ফাতেমা কুরাইশের নেতাদের অভিশাপ দেন।

তারা কাবার আশপাশে তাদের পরামর্শের স্থানে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায় এ নিয়ে আলোচনা করত। তার নিজের গোত্র সেই কুরাইশের নেতারা গোত্রের লোকেদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা চত্ত্বরে আসতেন, তারা তাকে নির্যাতন করত, ঠিক আমরা যেমন হাইস্কুলে ছেলেপেলেদের যেসব করতে দেখি।

একবার তারা তাকে ধাক্কা দেয়, উকবাহ বিন আবু মুয়াইত রাসূলের উপরের জামা খুলে নিয়ে তার গলায় এত জোরে ফাঁস দেয় যে, তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন। তখন আবু বকর তাকে দেখে দৌড়ে এসে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা তো এমন মানুষকে হত্যা করতে পারো না যে বলে, আল্লাহ আমার প্রভু!

আবু জাহেল একবার তাকে সিজদা করতে দেখে বলে, এ কীভাবে যে, আমি ওকে কাবার কাছে সিজদা দিতে দিব? আমি এখনই ওর গলা পা দিয়ে থেঁতলে দিব। কুরাইশিরা জড়ো হয় এ বিরাট ঘটনাটি উপভোগ

করার জন্য, ঘটনাটি তাদর কাছে খুবই উপভোগ্য ও আনন্দজনক, রাসূলের গলা কেউ পিষতে যাচ্ছে। আবু জাহেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে যেই না এগুতে থাকল, হঠাৎ সে হাত উঠিয়ে পিছে সরে আসে।

সে যখন ফিরে আসে, তখন লোকেরা তাকে জিগ্যেস করে, কি ব্যাপার, আবু জাহেল? তুমি তো তার গলা পিষতে যাচ্ছিলে? সে তখন বলে, আমার আর তার মধ্যে বাঁধা ছিল, আমার আর তার মধ্যে আগুন ও ফুলকার গর্ত ছিল। আমি জানিনা কোত্থকে এগুলো আসল?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ শেষ হলে, তিনি আশপাশের লোকদের বলেন, আল্লাহর কসম, সে যদি আমার কোন ক্ষতি করত, তাহলে আল্লাহ তা`আলা তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করতেন। রাসূলের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের ইতিহাস অনেক পুরনো, নিঃসন্দেহে এটি চলতে থাকবে দীর্ঘদিন। এটি আল্লাহ তা`আলা একটি অমোঘ বিধান।

তারা যখনই তার পাশ দিয়ে যেত, তাকে ব্যঙ্গ করত, তাকে বলত, তুমি আকাশ থেকে কোন কিছু কি পেয়েছ? তুমি কি আকাশের কারো সাথে কথা বলতে পেরেছ? উমাইয়া ইবনে খালফ যখনই রাসূলের পাশ দিয়ে যেত, তখনই তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করত।

তিনি মক্কা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তোমরা যেহেতু চাও না যে আমি এখানে থাকি, তাহলে আমাকে মক্কা ছেড়ে যেতে দাও। তিনি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এক শহর, তায়েফে যান। সেসময় এ শহরে যাওয়া অনেক কষ্টকর ছিল। আর এখনও সেখানে গাড়ি দিয়ে উঠাও কঠিন, তাহলে সেসময়ের কথা চিন্তা করুন। তিনি সে পাহাড়ের শহরে উঠে যেই না, তার রিসালাতের ব্যাপারে মুখে খুলেন, সাথে সাথে তার তাকে পাথর মেরে তায়েফ থেকে বের করার জন্য ছোট ছেলে ও পাগলদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দেয়।

সে তখন তাদেরকে বলেন, ঠিক আছে, তোমরা আমাকে এখানে চাও না, তবে কুরাইশিদেরকে জানিয়ো না যে, আমি এখানে ইসলাম প্রচার করার

জন্য এসেছিলাম, যদি তারা জানতে পায়, তাহলে তারা আমাকে আরও মারবে। তখন তারা বলল, আমরা তো ঠিক এটাই করব। তারা তখন একজন দূত মারফত কুরাইশিদের জানিয়ে দেয়।

তিনি যখন তায়েফের বাহিরের উপত্যকায় আশ্রয় নেন, তখন জিবরিল ফেরেশতা পাহাড়ের ফেরেশতা নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন। তায়েফে দুটি বিরাট পাহাড় আছে যা শহরকে দুপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের ফেরেশতা এসে রাসূলের কাছে প্রস্তাব দেয় যে, আপনি আমাকে নির্দেশ করুন, তায়েফবাসী আপনার সাথে যে আচরণ করেছে এর বদলা হিসেবে যাতে এই দুটি পাহাড় দিয়ে আমি তাদের পিষে ফেলি।

প্রিয়তম রাসূল তখন বলেন, না, তা কর না, তাদের মধ্যে থেকে হয়তবা এমন প্রজন্ম আসবে যারা একমাত্র আল্লাহ তা`আলার ইবাদত করবে। নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা ও দরদ ছিল লক্ষ্য করুন। তিনি ছিলেন, দয়া ও করুণার ঝরনাধারা। তারা হয়তবা ভবিষ্যতে হেদায়াত পাবে, আর কিছুদিন পর তারা হেদায়াতও পেয়েছিল।

মানসিক আঘাত

তিনি মক্কা ছেড়ে, তায়েফ ছেড়ে মদিনায় চলে যান, যেখানে অধিবাসীরা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তিনি কেবল শারীরিক নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদেরই শিকার হননি, সেখানে যাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, সবাই তাকে আক্রমন করতে আসে। পারস্যরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়তে চাইত, রোমকরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়তে চাইত, মুনাফিকরা তার উপর আক্রমণ করত, তাঁর আশপাশের গোত্ররা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত। মুনাফিকরা তাকে ব্যঙ্গ করে বলত,

سمن كلبك يأكلك

কলাদুধ দিয়ে সাপ পালছি

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

তারাই বলে, আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।[২৮]

এক মুনাফিক বলেছিল, মদিনায় ফিরে গিয়ে মুহাম্মাদ এই নিচটাকে ওর লোকজনসহ মদিনা থেকে বহিষ্কার করব। নতুন যে ছবি[২৯] এটিই শেষ নয়, মুসলিমরা, আরও কিছু দেখার জন্য প্রস্তুত হও। এটা তো মাত্র যুদ্ধের শুরু, সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধের শুরু মাত্র, এ যুদ্ধ থামার নয়, এ যুদ্ধ চলতে থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত।

তারা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে, সূর্য কি কুকুরের চিৎকারে অস্বস্তি বোধ করে? মিথ্যা যত বড়ই হোক না কেন, যদিও দেখা যাবে, মিথ্যা জিতে গেছে, সত্য যত দুর্বলই হোক না কেন, বাহ্যত দেখা যাবে সত্য হেরে গেছে, নিশ্চিত থাকুন, শেষ পরিণতি হবে, মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে সত্য সর্বত্র বিরাজ করবে। এ বিষয়টি আমরা আমাদের মনে ও হৃদয় রাখি।

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।[৩০]

---

২৮ আল-মুনাফিকূন ৬৩:৮

29 Innocence of Muslims

৩০ বানু ইসরাঈল ১৭:৮১

তারা যতই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ ও অপমান করার চেষ্টা করুক না কেন, তারা হেরেই যাবে। কারণ তিনি মর্যাদার চূড়ান্ত উৎস আল্লাহ তা`আলা কর্তৃক সম্মানিত। সমগ্র বিশ্ব, সমস্ত শক্তি নিয়ে, সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে, সমস্ত প্রযুক্তি নিয়ে, সমস্ত সম্পদ নিয়ে এবং তারা সকলে একত্র হয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্যতম সম্মানহানি করতে পারবে না, কারণ তিনি আল্লাহ তা`আলার পক্ষ থেকে সম্মান লাভ করেছেন।

কুরআনুল কারিম সূর্যকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে,

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا

কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র।[৩১]

সূর্যের বর্ণনা দেওয়া জন্য আল্লাহ তা`আলা যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, ঠিক একই শব্দ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও ব্যবহার করেছেন,

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।[৩২]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূর্যের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, তবে সেটি কেবল সূর্য নয়, বরং আলো প্রদানকারী বর্তিকা, সূর্য দৃষ্টিগ্রাহ্য আলোক প্রদান করে, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেন হেদায়াতের আলোকমালা, আমাদের দুটোরই সমান প্রয়োজন। এছাড়াও সূর্য যেমন মানবজাতির জন্য অপরিহার্য, ঠিক

---

৩১ আল-ফুরকান ২৫:৬১

৩২ আল-আহযাব ৩৩:৪৬

তেমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য অপরিহার্য। মানবজাতি তাদের সমস্ত শক্তি, ক্ষমতা ও প্রযুক্তি দিয়েও সূর্যের আলোকে যেভাবে নিভাতে সক্ষম নয়, তেমনি নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকে নিভানো তাদের জন্য আরো কঠিন।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।[৩৩]

যেভাবে আমরা তাঁকে ভালোবাসি

আল্লাহ তা`আলা যেমনি তাকে ভালোবেসে সবগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে নির্বাচিত করেছেন, তেমনি এমন সহচর তিনি তাঁর জন্য নির্বাচিত করেছেন যারা তাকে প্রচণ্ড ভালবাসে, এবং আল্লাহ তা`আলা এমন এক জাতি তাঁর জন্য নির্বাচিত করেছেন সে জাতি তাকে ভীষণ ভালোবাসে। তিনি তাকে এমন জাতির মধ্যে প্রেরণ করেছেন যারা তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তাঁর প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসা আমাদের অন্তরে খোদাই করা আছে এবং এটি আমাদের ঈমানেরও একটি অন্যতম অংশ।

সাদ বিন রাবিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে আঘাত প্রতিহত করছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিগ্যেস করলেন, সাদ বিন রাবিয়া কেমন আছে, তার কি কোন ক্ষতি হয়েছে? আমার বন্ধুটিকে দেখছি না যে। তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল আনসারি বলেন, রাসূল, তাঁর খবর নিয়ে আসতে আমি যাচ্ছি। সে তাকে খুঁজতে গেলে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় মাঠে দেখতে পায়। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা সাদ বিন আর রাবিয়াকে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন।

৩৩ আস-সফ ৬১:৮

তিনি তাকে বলেন, তাঁকে গিয়ে আমার সালাম পাঠিয়ে বলবে, সততা ও আমানতদারিতার সাথে আমাদের কাছে ইসলামের বার্তা দেওয়ার জন্য আল্লাহ আপনাকে এমন প্রতিদান দিন যা কোন নবি-রাসূলকে দেননি। এরপর আমার সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিও, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেন কোন কষ্ট না পান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতি হলে তোমাদের বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। অর্থাৎ তার যদি কোন ক্ষতি হয় এর আগে তোমাদের মরে যাওয়াই ভাল। এ ছিল তাঁর প্রতি সাহাবিদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধায় চড়ে সাহাবিদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একদল মুনাফিকদের পাশে দিয়ে যান। তাদের কপটতা জানা সত্ত্বেও রাসূল তাদেরকে সালাম দিতেন এবং তাদের সাথে কথা বলতেন। যখন তিনি মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলের কাছে আসলেন, সে তখন পাগড়ির একটি অংশ দিয়ে নাক ঢেকে নেয়। সে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, আপনার গাধাটা একটু দূরে সরিয়ে রাখুন, আপনার গাধার গন্ধে আমার কষ্ট হচ্ছে। তখন রাসূলের সাথে থাকা সাহাবায়ে কেরাম রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে যান, আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা তাঁর জবাব বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর রাসূলের গাধার গন্ধ তোর শরীরের গন্ধের চেয়ে ঢের উত্তম, আর রাসূলের গাধার যারা রাসূলকে ব্যঙ্গ করে তাদের থেকেও অনেক উত্তম। তারা কখনই কাউকে কোনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করার সুযোগ দিত না, যদি কেউ করেই বসত, তার জবাব দিয়ে দিত। আপনারা হাসান বিন সাবিতের কবিতার কথা তো জানেন।

বিখ্যাত নেতা হারুনুর রাশিদ প্রায়ই আবু মুয়াবিয়া আদ-দরিরে কাছে বসতেন এবং তাকে হাদিসের নববি থেকে আলোচনা করতে বলতেন। তিনি সবসময় তাকে হাদিস পাঠ করে শুনাতেন। তিনি বলেন, যখনই আমি হারুনুর রাশীদকে হাদিস পড়ে শুনাতাম, তিনি বলতেন, আমার প্রিয় মনিব ও নেতার উপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। একবার তিনি একটি হাদিস পড়ে শুনান, যেখানে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ আছে। হারুনুর

রাশিদের চাচা তখন জিগ্যেস করে বসেন, মুসার সাথে আদমের সাক্ষাত হলো কিভাবে তারা তো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাস করেছেন?

হারুনুর রাশীদ মনে করেন, তার চাচা সম্ভবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করেছে। তিনি তাকে তাৎক্ষণিক জেলে ভরার নির্দেশ দেন। আবু মুয়াবিয়া আদদরির বলেন, ওয়াল্লাহি আমি তখন তাদের দুজনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সমাধান করতে যাই, কিন্তু তিনি তাকে কারগার থেকে মুক্তি দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তিনি ধারণা করছিলেন যে, সে হয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করেছে নয়ত সে মুসা ও আদমের ব্যাপারে ভুল কিছু প্রচার করতে চাইছে। অবশেষে, আমি তাকে বুঝাতে সক্ষম হই যে, তার প্রশ্নটি ছিল নিতান্তই একটি নির্দোষ প্রশ্ন, তখন সে তাকে ছেড়ে দেওয়ার বন্দবস্ত করে। মুহাম্মাদ, মুসা এবং ঈসার প্রতি তাদের ভালোবাসা এরকমই ছিল।

বেয়াদবির করুন পরিণতি

জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা`আলার একটি শাশ্বত সুন্নাত ও অমোঘ নিয়ম হলো, যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে তাওবা না করে বা অনুশোচনা না করে, তাকে আল্লাহ তা`আলা সরাসরি সাত আকাশের উপর থেকে এই জগতে ও পরজগতে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিবেন। ব্যঙ্গ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির ঘটনা অসংখ্য, আজকের এই লেকচারে বলা শুরু করলে শেষ করা যাবে না। মিসরের এক বিখ্যাত আলেম আহমাদ শাকের বলেন, আমি এবং বাবা এক মসজিদে জুমা পড়তে যেতাম। সে মসজিদের এক অনলবর্ষী খতিব শুক্রবার খুতবা দিতেন।

একবার, এক গভর্নর যিনি ঐ মসজিদে জুমা পড়তেন ইউরোপ থেকে ডক্টরেট করা একজন অন্ধ ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেন। সেই খতিব মিম্বারে বসে সুরা আবাসায় এক অন্ধ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক সময় না দেওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা`আলা সামান্য তিরস্কার করেন তা নিয়ে ব্যঙ্গ করা শুরু করে।

কুরআনুল কারিম এ আয়াতে আছে, অন্ধ লোকটি [আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম] যখন তার কাছে আসে, সে তখন ভ্রুকুঞ্চিত করে তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ

তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল।[৩৪]

মিম্বারে বসে বসে লোকটি সেই গভর্নরকে এই আয়াতের মাধ্যমে প্রশংসা করতে থাকে তিনি তার প্রতি নাখোশ হননি এবং তার থেকে মুখও ফিরিয়ে নেননি। এর মাধ্যমে লোকটি গভর্নর ও পুরস্কারগ্রহীতা অন্ধ লোকটিকে বুঝান। সে মূলত কুরআনের আয়াত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে। এর মধ্যদিয়ে কয়েক বছর চলে যায়। একবার আমি এলাকার একটি মসজিদে নামাজ পড়তে যাই। আল্লাহর কসম, আমি মসজিদের দরজার পাশে সেই খতিব সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমরা মসজিদের প্রবেশের আগে জুতা খুলে নির্দিষ্ট তাকে রেখে দেই। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি দেখতে পেলাম, সে মানুষের জুতা তাকে সাজিয়ে রেখে ভিক্ষা করছে। এ জীবনে লাঞ্ছনা আর পরবর্তী জীবনে রয়েছে এর চেয়েও ভীষণ যাতনা। যে একসময় ছিল মসজিদের এক বিখ্যাত ও অনলবর্ষী বক্তা, সে এখন মানুষের জুতা সাজায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করার কারণে।

কয়েক সপ্তাহ আগে কোন এক শ্রেণীকক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গকারী এক লোকের করুন পরিণতির কথা বলেছিলাম যা *বুখারি* ও *মুসলিমে* উল্লেখ আছে। সে লোকটি খ্রিষ্টান ছিল, পরবর্তী ইসলাম গ্রহণ করে, আবার কিছুদিন পরই আবার খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তাকে কিছুদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখার কাজ দিয়েছিলেন। সে বলত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত ওহি ও প্রত্যাদেশ অবতরণের দাবি করে থাকে সেসব আমিই তাকে লিখে দিয়েছি।

---

৩৪ আবাসা ৮০:১

সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে মাদিনা ত্যাগ করে এক ইহুদি গোত্রের সাথে মিলিত হয়। সে ভেবেছিল, সে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে, কয়েক বছর যেতে না যেত সে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। সে মারা গেলে তার বন্ধুরা তাকে কবর দেয়। কবর দেওয়ার পরের দিন তারা দেখতে পায় যে, তার লাশ কবর থেকে বের হয়ে পড়েছে, মাটি তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা মনে করে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীরাই এ কাজ করেছে। পরের দিন, একই ঘটনা ঘটে। তৃতীয় দিন যখন এই ঘটনা আবার ঘটে তারা এবার অনেক গভীর করে গর্ত করে তাকে কবর দেয়। আবার সে একই ঘটনা ঘটে। তারা তখন বুঝতে পারে যে, এটা মুহাম্মাদ ও তার সাহাবিদের কাজ না। তখন তারা জঙ্গলে তার লাশ ফেলে চলে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গকারীকে মাটি গ্রহণ করছে না। একটি বর্ণনায় আছে, তারা তাকে রেখে গেল, সেখানে কুকুর এসে পা উঁচু করে তার মুখের উপর প্রসাব করে যেত।

ভূমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিফেন্ড করে এবং যে তাকে ব্যঙ্গ করে তাকে সে গ্রহণ করতে চায় না। যে রাসূলকে অপছন্দ করে, তাকে কুকুর ঘৃণা করে। তোমরা কি আমাদের দোষ দাও যে আমরা সমগ্র পৃথিবীর জন্য যিনি দয়া ও করুণা ছিলেন তাকে ভালোবাসার জন্য। কুকুরও তাকে ভালবাসত, আমি তো সামান্য কিছুক্ষণ আগে আবু লাহাবের ছেলেকে বাঘ অথবা কুকুর খেয়ে ফেলার ঘটনা শুনিয়েছি।

এরকম আর অনেক ঘটনা আছে। ইবনে হাজার আস্কালানি তার বিখ্যাত গ্রন্থ الدرر الكامنة *আদ্দুরারুল কামিনা* এর তৃতীয় খণ্ডের দুইশত দুই পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক তাতারি রাজা খ্রিষ্টান হওয়ার অনুষ্ঠানে কিছু পাদ্রী ও খ্রিষ্টান আলেম অংশগ্রহণ করেন। তাতারি রাজা খ্রিষ্টান হওয়াতে তারা অনেক খুশি হয়েছিল, তাই তারা একটি ভোজের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাদের মধ্যে একজন খ্রিষ্টান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিন্দা ও তাকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করে। অনতিদূরে একটি শিকারি কুকুর শিকলে বাঁধা ছিল। কুকুরটি ঘেউ করতে শুরু করে এবং তার দিকে ধেয়ে আসতে চায়।

লোকজনের পক্ষে কুকুরটি থামাতে অনেক বেগ পেতে হয়। তারা তাকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে আবার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। লোকেরা সেই ব্যঙ্গকারী

খ্রিষ্টানকে বলে যে, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করার কারণে কুকুরটি তোমার উপর অনেক ক্ষিপ্ত হয়েছে। সে বলে, না, এটা হতে পারে না, আরে এরকম করছে এ কারণে যে, আমি যখন কথা বলছিলাম তখন হাত নাড়াচ্ছিলাম, ও মনে করেছে যে আমি ওকে আঘাত করব। আসলে, এ কুকুরটি কিছুটা উদ্ধত রকমের, তাই সে এরকম করেছে। সে আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে উপহাস করতে শুরু করে। তখন কুকুরটি তার শিকল ভেঙ্গে ব্যঙ্গকারীর দিকে ঝড়ের বেগে দৌড়ে গিয়ে তার গলায় কামড় বসিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গাতেই মারা যায়। এ অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করে ঘটনার সাথে সাথে সে জায়গাতেই চল্লিশ হাজার মঙ্গল ইসলাম গ্রহণ করে। কুকুর ও পশুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে।

তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত

সহিহ বুখারিতে আছে গাছের গুড়ি ও গাছ তার জন্য কান্না করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে শুক্রবার খুতবা দিতেন, কখনসখন তিনি সে গাছটির উপর হাত রাখতেন। যখন মিম্বার বানানো হয় তখন তিনি সে মিম্বারই ব্যবহার করা শুরু করেন। প্রথমবার যখন তিনি মিম্বারে বসে খুতবা দেন, তখন গাছের গুড়িটা কাঁদতে শুরু করে, সাহাবিদের ভাষ্য মতে, সে গাছটি একটি ছোট্ট বাচ্চার মত কাঁদছিল। তিনি মিম্বার থেকে নেমে সান্তনা দেওয়ার জন্য গাছটির গাঁয়ে হাত বুলিয়ে দেন। এক সময় গাছটি কান্না বন্ধ করে দেয়। *সুনানে দারিমিতে* উল্লেখ আছে, নবিজি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি যদি এরকম না করতাম, তাহলে এই গাছ হাশরের দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকত। গাছও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসত।

আলহাকাম ও *আবু দাউদে* বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একটি কবুতর এসে অভিযোগ দেয় যে, তোমার লোকজনের মধ্যে একজন আমার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেছে। আবারও বলছি, কবুতরটি এসে কাঁদতে কাঁদতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে যে, তোমার একজন লোক আমার বাচ্চা নিয়ে গেছে। তখন তিনি একটি যুদ্ধের জন্য কাফেলা নিয়ে রওনা হয়েছেন মাত্র। এই পরিস্থিতিতে যাত্রাবিরতি করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু দয়া ও করুণার আধার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানেই কাফেলা থামিয়ে খোঁজ নেন যে, কে কাজটি করেছে? এক সাহাবি স্বীকার করেন আল্লাহর রাসূল, আমি নিয়েছি। তিনি তখন তা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। কবুতরকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি রহমতের কাছে গিয়ে অভিযোগ করতে কে শিখিয়ে দিইয়েছিল, যিনি ছিলেন মুসলিম, অমুসলিম, পশুপাখিপ্রাণী এবং সমগ্রজগতের জন্য রহমত?

আল্লাহ যেভাবে রাসূলের প্রশংসা করেন

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদার ডিফেন্ড করেনিজেদেরই সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করি, রাসূলের সম্মান রক্ষা করি না। তিনি ছিলেন আপদামস্তক সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের প্রতিমূর্তি। আল্লাহ ও তার রাসূলের কোন প্রয়োজন নেই যে, আমরা তাদের সম্মান রক্ষা করব, বরং তা আমাদের নিজেদেরই বেশি প্রয়োজন।

وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।[৩৫]

---

৩৫ আদ-দুহা ৯৩:১-৮

আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ, আল্লাহ তার খ্যাতি ও সুনামকে জগৎজোড়া করেছেন

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।[৩৬]

আল্লাহ যার খ্যাতি ও প্রসদ্ধিকে নিজে ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীময় কেউ তার সম্মানহানি করতে পারবে না,
আল্লাহ তা`আলা তার পবিত্র হৃদয়ের প্রশংসা করেছেন—

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি?[৩৭]

আল্লাহ তাঁর পবিত্র জিহ্বার প্রশংসা করেছেন

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ

এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।[৩৮]

আল্লাহ তাঁর সুখ্যাতির প্রশংসা করেছেন

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।[39]

আল্লাহ তাঁর পবিত্র মনের প্রশংসা করেছেন

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।[40]

আল্লাহ তা`আলা তাঁর পবিত্র চোখের প্রশংসা করেছেন

---

৩৬ আশ-শারহ ৯৪:৪

৩৭ আশ-শারহ ৯৪:১

৩৮ আন-নাজম ৫৩:৩

৩৯ আশ-শারহ ৯৪:৪

৪০ আন-নাজম ৫৩:২

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ

তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি।[৪১]

আল্লাহ তা`আলা তাঁর সত্যবাদিতা ও সততার প্রশংসা করেছেন—

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ

এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।[৪২]

আল্লাহ তার জ্ঞানের তারীফ করেছেন

عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ

তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা।[৪৩]

আল্লাহ তা`আলা তাঁর পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন—

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা।[44]

আল্লাহ সামগ্রিকভাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।[৪৫]

---

৪১ আন-নাজম ৫৩:১৭

৪২ আন-নাজম ৫৩:৩-৪

৪৩ আন-নাজম ৫৩:৫

৪৪ আশ-শারহ ৯৪:২

৪৫ আল-কালাম ৬৮:৪

আল্লাহ যেভাবে তাঁকে সম্মান দিয়েছেন

ইনি ছিলেন আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ, এই কারণেই আমরা তাকে সম্মান করি এবং আমাদের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। তাঁর আগে যত নবি ছিলেন আল্লাহ তা`আলা তাদেরকে সরাসরি তাদের নাম বলে সম্বোধন করেছেন। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা`আলা সমস্ত পয়গম্বরকে তাদের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। আরবি ভাষায় *ইয়া* অর্থ হে, আমি যদি আরবি ভাষায় মাইককে ডাকি, তাহলে আমি এভাবে তাকে ডাকব, ইয়া মাইক [হে মাইক]। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা`আলা বলেন

وَيَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না তাহলে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে।[৪৬]

قَالَ يَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَـٰلِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ

আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না।[৪৭]

يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

---

৪৬ আল-আরাফ ৭:১৯
৪৭ হুদ ১১:৪৬

ইব্রাহীম, এহেন ধারণা পরিহার কর, তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়।[৪৮]

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো।[৪৯]

يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নাম করণ করিনি।[৫০]

يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا

হে ইয়াহইয়া দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম।[৫১]

সবাইকেই তাদের নাম ধরে ডাকা হয়েছে, তবে যখনই আল্লাহ তা`আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকেছেন, তখন তিনি তাঁর রেসালত, নবুওয়াত অথবা অন্য কোন গুণ ও সিফাত যুক্ত করে ডেকেছেন। এভাবে সম্বোধন করে আরবি ভাষায় সম্বোধিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কে তাকে এভাবে ডাকছেন? স্বয়ং মহাশক্তিশালী আল্লাহ তা`আলা

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

হে নবি, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।[৫২]

---

৪৮ হুদ ১১:৭৬

৪৯ আল ইমরান ৩:৫৫

৫০ মারইয়াম ১৯:৭

৫১ মারইয়াম ১৯:১২

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ

হে রাসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়।[৫৩]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ

হে চাদরাবৃত![৫৪]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ

হে বস্ত্রাবৃত![৫৫]

একবারের জন্য আপনি খুঁজে পাবেন না, আল্লাহ তা`আলা তাকে হে মুহাম্মাদ বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তা`আলার পক্ষ থেকে রাসূলের প্রতি এটি এক বিশেষ সম্মান। যেখানে আল্লাহ তা`আলা তাকে এত ভালবাসছেন, সেখানে আমরা কি তাকে ভালবাসতে পারব না, তাকে সম্মান করতে পারব না এবং তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে পারব না? কুরআনুল কারিমের কোথাও তিনি তাকে নাম ধরে ডাকেন নি, যদিও তিনি অন্যান্য পয়গম্বরকে নাম ধরে ডেকেছেন। এভাবে তিনি তাকে বিশেষ এক সম্মান প্রদান করেছিলেন।

দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাপার হলো তিনি যখনই তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন সেখানেই তিনি সাথে সাথে তাকে রাসূল বা নবি গুণ যুক্ত করে দিয়েছেন। আপনি পুরো কুরআনুল কারিমে কোথাও নবি বা রাসূল ছাড়া তাঁর নাম পাবেন না।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল[৫৬]

---

৫২ আল-আনফাল ৮:৬৪

৫৩ আল-মাইদাহ ৫:৪১

৫৪ আল-মুদ্দাসসির ৭৪:১

৫৫ আল-মুযযাম্মিল ৭৩:১

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়![৫৭]

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّۦنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।[৫৮]

আল্লাহ তা`আলা কুরআনুল কারিমে আর বলেন—

لَّا تَجْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।[৫৯]

তোমরা একে অপরকে ডেকে থাক, হে আব্দুল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে ডাকবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে বলবে, হে আল্লাহর নবি অথবা আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ তা`আলা রাসূলের সম্মানে আরো বলেন

---

৫৬ আল-ফাৎহ ৪৮:২৯

৫৭ আলি ইমরান ৩:১৪৪

৫৮ আল-আহযাব ৩৩:৪০

৫৯ আন-নূর ২৪:৬৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

মুমিনগণ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।[৬০]

এই আয়াতটি অবতরণের প্রেক্ষাপট হলো, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে সামান্য কিছু সময়ের জন্য একটু উঁচু আওয়াজে কথাবার্তা হয় একটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে, সেই গোত্রের মধ্যে কে মুসলিমদের প্রতিনিধি হবে এ ব্যাপারে উমর একজন ব্যক্তির পরামর্শ দেয়, আর আবু বকর অন্য আরেকজনের ব্যাপারে অভিমত দেয়। এটা ছিল মাত্র কয়েক মুহূর্তের ঘটনা, আল্লাহ তা`আলা সাথে সাথে ওহি প্রেরণ করেন। সেদিনের পরে আর কোনদিন কোন সাহাবি রাসূলের দরবারে কখনো উঁচু আওয়াজে কথা বলেননি। এ বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন সাহাবির সাথে কথা বলার সময় বলতে বাধ্য হতেন যে, তুমি একটু জোরে কথা বল, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। শুধু এতটুকুই না, তাঁর ইন্তেকালেরও পরেও, তারা কখনও তাঁর পবিত্র রওজা মোবারকের সামনে কখনো তাদের আওয়াজ উঁচু করেনি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করেন এবং তাঁর মরতবা বুলন্দ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করেন। এবং তিনি ফেরেশতা ও মুমিনদেরকেও তাঁর জন্য রহমত ও শান্তির দোয়া করার জন্য নির্দেশ দেন। তাই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম যখনই উচ্চারণ করি, তোমরা আমাদেরকে পড়তে শুনো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

---

৬০ আল-হুজরাত ৪৯:২

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবির জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।[৬১]

আল্লাহ তা`আলা কুরআন মাজিদের পঁচিশেরও উপর আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করার নির্দেশ দিয়ে নিজের নামের পরেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা`আলা পঁচিশবার নিজের নামের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম যুক্ত করেছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না।[৬২]

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।[৬৩]

তিনি ছিলেন মানবজাতির সরদার, যাকে আল্লাহ তা`আলা সুপারিশ করার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। বিচারের দিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ না আল্লাহ তা`আলার কাছে সুপারিশ করার অনুমতি চাইবেন ততক্ষণ বিচারে কাজ স্থগিত থাকবে। রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়াতে সুগরাও লাভ করবেন, যার মাধ্যমে

---

৬১ আল-আহযাব ৩৩:৫৬

৬২ আল-আনফাল ৮:২০

৬৩ আল ইমরান ৩:১৩২

মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ তা`আলা কুরআন মাজিদে অনেক কিছু নামে শপথ নিয়েছেন,

وَالضُّحَى (۱) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (۲)

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়।[৬৪]

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের[৬৫]

وَٱلْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

শপথ ফজরের, শপথ দশ রাত্রির।[৬৬]

আল্লাহ তা`আলা সাধারণত তাঁর কিছু সৃষ্টির গুরুত্ব ও ভারিত্ব বোঝানোর জন্য আবার কিছু ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা ও দৃষ্টি ঐ বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা`আলা একবারের জন্যও কোন মানুষের নামে শপথ গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে শপথ গ্রহণ করেছেন

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।[৬৭]

আল্লাহ তা`আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন নিয়ে কসম করেছেন।

---

৬৪ আদ-দুহা ৯৩:১-২
৬৫ আত-তীন ৯৫:১
৬৬ আল-ফাজর ৮৯:১
৬৭ আল-হিজর ১৫:৭২

তাঁর ছিল পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ এবং অনবদ্য এক ব্যক্তিত্ব, দৈহিক, শারীরিক, মানসিক ও অভ্যন্তরীণ যতগুণ আছে সবকিছুই তাঁর ছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন চাইলেন মানবের মাধ্যমে তাঁর প্রেরিত গ্রন্থের বাস্তব প্রয়োগ দেখাতে, তিনি তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই বাস্তব ও প্রায়োগিক উপমা হিসেবে মনোনয়ন করেন। তিনি ছিলেন সর্বদিক থেকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ সত্যবাদিতা, বিনয়, ঋজুতা, বিশ্বস্ততা, পৌরুষ, বদান্যতা, সততা, ধৈর্য এবং সাহসিকতায়। তিনি ছিলেন কুরআনি আখলাকের প্রতিচ্ছবি যেমনটি তাঁর স্ত্রী বলেছেন,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

তার স্বভাব ছিল কুরআন

থাকিতে দেহে প্রাণ তোমারি সম্মান
দেবোনা দেবোনা লুটাতে ধুলোয়
তুমি প্রিয়তম আমিনা নন্দন
কুল মুসলিমের হৃদয় স্পন্দন
তুমি বিনে সবই অন্ধকার।

ইনি হলেন আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ

তিনি কখনো কোন অমুসলিমের সাথে কোন চুক্তি ভঙ্গ করেননি, বরং যারা তাঁর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছে তিনি তাদের সাথেও চুক্তি ভঙ্গ করেননি। যারা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের সাথেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন, যদিও তারা গাদ্দারি করেছে। যারা তাঁর সাথে প্রতারণা করেছে, মিথ্যা বলেছে তিনি তাদের সাথেও সততা বজায় রেখেছেন। যারা তাঁর সাথে আন্তরিক ছিল না, তিনি তাদের সাথেও আন্তরিক ছিলেন।

মুসলিম ও অমুসলিম, ইতিহাসবিদ অথবা নিরপেক্ষ গবেষক ও লেখক যেই নিরেপক্ষভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী অধ্যয়ন করবে, সেই আপনাকে বলবে, তিনি ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের ভালোবাসার, শ্রদ্ধার এবং অশ্রুর প্রতিটির কণার হকদার। তিনি মানবজাতির সর্বশেষ উপমা ও উদাহরণ। আমেরিকা, দেখে নাও, ইনি ছিলেন আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইনি ছিলেন আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এজন্যই আমরা তাকে আমাদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যারা তাকে এই পৃথিবীতে থেকে চিরবিদায় করতে চেয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাসূলকে পৃথিবী থেকে বিদায় করা। যুদ্ধ শেষে যখন তারা বন্দি হয় তখন আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে খবু যত্নবান ছিলেন যে, তারা যেন ভালো কাপড় পায়।

এ ছিল চৌদ্দশত বছর আগে বন্দিদের সাথে আচরণ নীতিমালা। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন বন্দিদের অবস্থা, যারা তাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্য রণাঙ্গনে এসেছিল, তিনি যখন দেখতে পান তাদের জামাকাপড় ছেঁড়া ও জীর্ণ, তিনি তখন সাহাবাদেরকে তাদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বন্দিশিবিরে নিজে যেতেন। তিনি খোঁজ নিতেন তাদের ঠিকঠাক মত খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা। আমরা আমাদের গ্রন্থগুলোতে চৌদ্দশত বছর আগে বন্দিদের সাথে এধরনের আচরণবিধির আলোচনা পাই। তিনি নিজে খোঁজ খবর নিতেন তাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা, তারা শান্তিতে আছে কিনা, তাদের

পায়ের বেড়ি হালকা করে দেওয়া আছে কি না। পাশ্চাত্য আমার কথা ভাল করে শুনে নাও, আমার ভাইদের কাপড়চোপর দাও, এবং উলঙ্গ অনুসন্ধান বন্ধ কর। আমার ভাইদের মধ্যে যারা জেলে আছে তাদের আহার খাদ্যের ব্যবস্থা কর।

তাদের মধ্যে এমন বন্দিও ছিল যারা কখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা বলে, আমরা যখন মুহাম্মাদের কাছে বন্দি ছিলাম, মুহাম্মাদের সাহাবিরা আমাদের সবচেয়ে ভাল খাবার দিত। তাদের মধ্যে একজন বলেন, ওয়াল্লাহি, তারা নিজেদের খাবার আমাদের দিয়ে দিত, তাদের সবচেয়ে ভালো খাবার আমাদেরকে দিয়ে দিত। অবস্থা এমন হত যে, আমরা লজ্জায় তাদের খাবার ফিরিয়ে দিতাম। কারণ দেখা যেত তাদের নিজেদের জন্য কোন খাবার থাকত না। এ ছিল চৌদ্দশত বছর আগে রাসূলের বন্দিদের সাথে ব্যবহার। ইংল্যান্ড, চিনে নাও, ইনি হলেন আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ, এ ছিল রাসূলের আনিত শরিয়তের শিক্ষা।

একবার রাসূল খুব মরিয়া হয়ে পরেছিলেন সৈন্যসংগ্রহের জন্য। তিনি আপদামস্তক অস্ত্রে সজ্জিত এক হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য যাচ্ছেন। আর তাঁর অধীনে ছিল মাত্র তিনশ সৈন্য, যারা ছিল একেবারেই নিরস্ত্র। সে সময় একজন লোক তাঁর দলে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি বলেন, আমরা তোমাকে আমাদের দলে অংশগ্রহণ করতে দিতে পারি না। তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ও তাঁর বাবাকে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করতে দেননি।

আচ্ছা, এমন আচরণের কোন যৌক্তিকতা আছে, যখন আপনার সৈন্যের প্রচণ্ড অভাব আর একজন মানুষ স্বেচ্ছায় আপনার দলে অংশগ্রহণ করতে চাইছে? এর কারণ কী? অনেক বছর আগে, যখন মুসলমানেরা মক্কা ছাড়ছিল, তখন এই লোকটি [হুজাইফা ইবনে ইয়ামান] হুসাইল নামক এক জায়গায় এসে পৌঁছয়। তখন কুরাইশিরা তাকে জিগ্যেস করে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তখন তারা বলে, আমরা মুহাম্মাদের দলে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। তারা তাদের কথা শুনে বলে, আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা তোমাদেরকে মুহাম্মাদের কাছে যেতে দিব, তবে যদি তাদের সাথে আমাদের কখনো যুদ্ধ হয়, তখন তোমরা মুহাম্মাদের দলে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ যুদ্ধে এই গোত্রের সাথেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। তারা এ শর্তে রাজি হয়, এবং পুরো ঘটনাটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। এই কারণে তিনি তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। তিনি তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তা`আলাই আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন, তোমাদের যুদ্ধে আসার দরকার নেই। তিনি তাদের সেই ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল বিরাট বিজয় লাভ করেন। যদি তিনি তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিত, তাহলে কুরাইশদের কিছুই করার থাকত না, তারা কিছুই করতে পারত না। কিন্তু তিনি ছিলেন এমন মানুষ যিনি শত্রুদের চুক্তিকেও সম্মান করতেন। ইনি হলেন আমাদের প্রিয় নবি মহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এমন একজন মানুষ সাহাবায়ে কেরাম তাকে সবসময় হাসি মুখে দেখতেন। তিনি তাদের সবাইকে হাসিমুখে অভিবাদন জানাতেন। যদি কখনো কেউ তাঁর সাথে মুসাফা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিত, তিনি কখনো আগে হাত সরিয়ে নিতেন না। তিনি ছিলেন ভদ্রতা ও বিনয়ের মূর্তপ্রতীক। তিনি কখনো কারো স্বরের উপর নিজের স্বর উঁচু করতেন না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শারীরিক গঠন ও অবয়বের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। ইনি হলেন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ।

রাসূল ও যুদ্ধ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় বা তলোয়ার রক্তে রঞ্জিত দেখানোর কোন অধিকার আপনার নেই। আমার ধারণা, আপনাদের কাছে যে তথ্য আছে সেটায় সামান্য ভুল আছে। যদি রক্তে রঞ্জিত কিছু থেকে থাকে, তাহলে বাস্তব কথা হলো, আজকের বিশ্বের অনেক দেশের পতাকা রক্ত মাখা, কোন কোন পতাকা থেকে টাটকা রক্তে ঝরছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন যুদ্ধে দুই লাখ প্রাণ নাশ করে, আবার আরেক যুদ্ধ বাঁধিয়ে পাঁচ লাখ মানুষের জীবন কেঁড়ে নেননি। আবার সে যুদ্ধ শেষ না হতেই আরেক যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়ে আর পাঁচ লাখ মানুষের রক্তপাত করে এক মিলিয়ন মানুষের জীবন ধ্বংস করেননি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ছিলেন না। অবশ্যই আপনাদের তথ্য ও পরিসংখ্যানে ভুল আছে, এ ঘটনা অন্য কারো, মুহাম্মাদের না। এরা হলো তারা যারা নির্দোষ ও নিরাপরাধ মানুষের রক্তে আপদামস্তক ডুবে আছে।

কয়েকবছর আগে এক লাইব্রেরিতে আমি গিয়েছিলাম, যেখানে বিশ্বের সব ইতিহাসের বই সংরক্ষিত আছে, আমার হাতে তখন বেশ সময় ছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কি পরিমাণ মানুষ হতাহত হয় তাঁর আনুমানিক সংখ্যা বের করার জন্য আমি কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করি। তাঁর সমগ্র জীবনে গযওয়া ও সারিয়া মিলিয়ে তেষট্টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গযওয়া হলো, যে যুদ্ধগুলোতে নবিজি নিজে নেতৃত্ব দেন, আর সারিয়া হলো, যে যুদ্ধ তিনি তাঁর স্থানে অন্য কাউকে সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন।

পুরো এ সময়টায় মুসলিমদের মধ্যে নিহতের সংখ্যা কমবেশি দুইশত পঁয়ষট্টি [২৬৫] জন, আর কাফিরদের অংশে যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যুদ্ধে নিহত হয় তাদের সংখ্যা একহাজার বাইশ [১০২২] জন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা মুসলিম ও অমুসলিম মিলিয়ে একহাজার দুইশত সাতাশি [১২৮৭]। প্রাচ্যবিদদের আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তারা পারলে আমাকে এক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত করুক।

যখন কেউ কোন সমাজ পরিবর্তন করতে চায় বা কোন মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয় এই পরিবর্তন ও প্রতিষ্ঠার জন্য। অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় প্রাণহানির সংখ্যা মাত্র একহাজার দুইশত সাতাশি। ইদানীং যে ছবি নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে সাধারণ মানুষের হত্যাকাণ্ডের যে দৃশ্য অবতারণা করা হয়েছে সেটি নবি যুগের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। তাদের উচিৎ বর্তমানের সঙ্ঘটিত হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য দেখান। কারণ তাঁর সময়ে নিহতের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে একহাজার দুইশত সাতাশি। অথচ আজকের একেকটি যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যু বরণ করে।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, তৎকালে সৈন্যবাহিনী আজকের দিনের সৈন্যের তুলনায় নগণ্য। তাই এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। আমি তখন বলব, আচ্ছা, তাহলে এবার এসো মুসলিম ও অমুসলিম যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের গড়পড়তা দেখি। আমরা যদি গড় হিসেব করি, তাহলে মুসলিমদের হত্যাহার ১% এরও কম পাব, অন্যদিকে অমুসলিম যোদ্ধাদের নিহতের হার ১.৫%, মোটকথা দুই পক্ষের ১%- ২%। আমরা যদি আজকের দিনের যুদ্ধের দুই পক্ষের হতাহতের গড় বের করি, তখন সেটা

দাঁড়াবে ৩০০%, ২০০% এবং ৫০০%। এটা কীভাবে সম্ভব যে, খোদ দু,পক্ষের সৈন্যবাহিনীর গড় ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ বর্তমান যুদ্ধগুলোতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেখানে সমগ্র শহর ও নিরস্ত্র মানুষও আক্রান্ত হয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণকুশলতায় এ ধরনের অমানবিক পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির গড় দাঁড়ায় ১%, আর অন্যদিকে বর্তমান যুদ্ধের ক্ষতির গড়পড়তা কখন ৩০০%, ৪০০% এমনকি ৫০০% ছাড়িয়ে যায়।

তারা সাধারণ নিরস্ত্র শহরবাসীকে হত্যা করে এবং শহর ও জনপদ ধ্বংস করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এরকমটি ঘটত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতিদের একটি গাছ কাটতেও নিষেধ করে দিতেন, যুদ্ধে বের হলে, একটি গাছও কাঁটা যাবে না। নিরপরাধ মানুষকে আশ্রয় দিবে এবং তোমরা যদি তাদের ধর্মের কোন সন্ন্যাসী ও পুরোহিত দেখতে পাও, তাদের কোন ক্ষতি তোমরা করবে না। একবার তিনি রণাঙ্গনে একজন নির্দোষ নারীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন, তাঁর চেহারা রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়,

তিনি বলেন

مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ

এ নারীটি তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাকে তোমরা হত্যা করলে কেন?

এই হাদিসটি শুনে রাখুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন মানুষকে আশ্রয় দিয়ে তাকে হত্যা করে, সে যদি কাফিরও হয়, তাঁর ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই। আমরা রাসূলকে যত ভালোবাসি, আমাদের তত ভয় লাগে। তুমি কাউকে আশ্রয় দিয়ে অথবা তাঁর নিরাপত্তা প্রদান করে তাকে তুমি হত্যা করতে পার না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তাঁর ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই। এই হলো সেই শরিয়া যা তারা ভয় পায়। তারা শারিয়াকে ভয় পায়, কারণ তা জুলুম ও অবিচারকে নির্মূল করে। এ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ।

সুনানে ইবনে মাজাতে রয়েছে, রুফাআ বিন শাদদাদ নামে এক লোক ছিলেন, এবং আরেকজন ব্যক্তি ছিল মুখতার নামে। দ্বিতীয় জন ছিলেন বেশ

ধনী এবং বিখ্যাত সাহাবি ইবনে মাসউদের প্রপৌত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে, মুখতার দাবি করে বসেছিল, সে আল্লাহর একজন নবি। রুফাআ বলেন, আমি তাঁর ঘরে সেবকের কাজ করতাম, একবার তাঁর ঘরে আমি কাজে নিয়োজিত সে বলে উঠে, তুমি কি জানো কে এখানে থেকে একটু আগে প্রস্থান করল? আমি জিগ্যেস করলাম, কে? সে তখন উত্তরে বলে, জিবরিল, মানে সে বুঝাল, সে এই মাত্র এসে আমাকে ওহি দিয়ে গেল। সে এ কথা বলে রাসূলের সাথে ঠাট্টা করে। তখন রুফাআ বলেন, আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, কেউ যদি তোমার উপর নিজের জীবনের ব্যাপারে নির্ভর থাকে, তাকে তুমি হত্যা কর না, তাহলে আমি তাকে তৎক্ষণাৎ সে জায়গায় হত্যা করতাম।

সহিহ বুখারিতে রয়েছে, যে ব্যক্তি আশ্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করল সে কখনো জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। যদিও চল্লিশ বছরের সফরের দূরত্ব থেকেও জান্নাতের সুবাস পাওয়া যায়। জিম্মির সুরক্ষার জন্য ইসলামে অনেক বিধিবিধান রয়েছে। জিম্মির সংজ্ঞা হলো, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিক হয়ে বসবাস করে। ইসলামি রাষ্ট্রে অনেক অমুসলিম বাস করত। তাদের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বপ্রদান বিষয়ক প্রচুর হাদিস রয়েছে। কারণ সে যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে থাকে তখন সে কিছুটা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছিলেন, তারা যেন শান্তি ও স্বস্তির সাথে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে।

আমাদের আইন ও ওদের আইন

তারা আমাদের জিযিয়া নিয়ে মশকরা করে, হ্যাঁ, আমরা মুসলিমরা জিযিয়া নেই, আমরা কোন লুকোচুরি করি না এবং অস্বীকারও করি না। একটি মুসলিম রাষ্ট্রে যদি কোন অমুসলিম থাকে, তার থেকে জিযিয়া নেওয়া হয়। আমাদের উজ্জ্বল আদর্শ ও শিক্ষাকে উপহাস করার তোমাদের কোন অধিকার নেই। তবে যারা একান্ত জানতে চায়, আমরা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিব জিযিয়া মানে কী। আমি এখানে কোন অজুহাত দাঁড়াতে করতে পারব না। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, আমি অন্ধভাবে সেটার অনুসরণ করি। এখানে তোমাদের জল ঘোলা করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ ও তার রাসূল যদি কিছু বলেন

সেখানে সামান্য হেরফের করার কোন সুযোগ নেই। তবে অমুসলিম যারা জানতে আগ্রহী, তাদের কাছে আমরা এর ব্যাখ্যা করব।

জিযিয়া হলো, একটি বাৎসরিক ট্যাক্স যেটি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের থেকে গ্রহণ করা হয়। এই আমেরিকাতে যদি কেউ ট্যাক্স না দেয়, তাহলে তাকে জেলে ঢুকানো হয়। যদি কয়েকজন কারো ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলে, এ ট্যাক্স দেয় না, সেক্ষেত্রে ট্যাক্স না দেওয়ার অপরাধে তাকে জেলে ঢুকানো হয় এবং তার উপর ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হয়। তারা ট্যাক্স দিতে বাধ্য করলেও মুসলিমরা জিযিয়া নিতে গেলেই যতসব অসুবিধা। একজন অমুসলিম যখন জিযিয়া দেয়, তখন একজন মুসলিম জাকাত প্রদান করে।

তবে এই দুইয়ের মধ্যে অবশ্য আলাদা আলাদা নিয়মবিধান রয়েছে। যদি কোন মুসলিম বা অমুসলিম জাকাত বা জিযিয়া দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের কিছুই দিতে হয় না, এটাই ইসলামের শিক্ষা। জিযিয়া এমন একটি আর্থিক প্রদেয় যা প্রদান করা হয় মুসলিমদের অধীনে থাকাকালীন অমুসলিমদের সম্পদ ও জীবন রক্ষার বদলে। একটি ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমদের সৈন্যবাহিনী থাকে, যদিও ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রাণ দিতে হয় না। ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমরাই জীবন দেয় কেউ যদি তাদের উপর আক্রমণ করে। তাই জিযিয়া গ্রহণ করা হয় তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার বিনিময় স্বরূপ।

একবার আবু উবাইদার সময়, যখন রোমানরা দামেস্কে এক বিশাল বাহিনী জড়ো করে, তিনি তখন জমাকৃত জিযিয়া নিয়ে অমুসলিমদেরকে ফেরত দিয়ে দেন। তখন তারা জিগ্যেস করে, হে আবু উবাইদা! তুমি কেন জিযিয়া আমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছ? তখন তিনি উত্তর দেন যে, আমরা জিযিয়া গ্রহণ করেছিলাম তোমাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আমরা এবার তোমাদের রক্ষা করার দায়ভার গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ এবার শত্রুবাহিনী বিশাল। তিনি তাদেরকে জিযিয়ার অর্থ ফেরত দিয়ে দেন। কিছু বর্ণনায় উল্লেখ আছে, সে যুদ্ধে অমুসলিমরা মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে।

আবু উবাইদার কথা শুনে, অমুসলিমরা উত্তর দেয়, আপনি এই অর্থ রেখে দেন, আমরা এবারের যুদ্ধে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। জিযিয়া হলো

সামাজিক নিরাপত্তার সুরক্ষা। চৌদ্দশ বছর আগে, আমাদের সমাজে নাগরিক নিরাপত্তা অধিকার ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রে কোন বসবাসরত ইহুদি বা খ্রিষ্টান বার্ধক্যে উপনীত হত, তাহলে মুসলিমরা তাদের দেখাশোনার ভার নিত। তাকে সুরক্ষা প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। মনে রাখুন, এটি আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগের কথা আমি বলছি।

এই ঘটনাটি শুনে রাখুন, আবু উবাইদ আলকাসিম তার কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবনে যানজাভিয়া তার গ্রন্থ كتاب الأموال *কিতাবুল আমওয়ালে* উল্লেখ করেন, ইমাম আসসুয়ুত *জামিউল আহাদিসে* উল্লেখ করেন এবং ইবনুল কইয়্যিম এ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ أحكام أهل الذمة *আহকামু আহলিজ জিম্মাহ*-তে উল্লেখ করেন। একটি ইসলামি রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম কী কী সুবিধা ও অধিকার রয়েছে এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের অনেকগুলো হাদিস রয়েছে। উল্লিখিত চারটি গ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা আছে, যিনি তার সময়ের পৃথিবীকে শাসন করেছেন, সেটি একটি সাম্রাজ্যের মত ছিল। একদিন তিনি হাঁটছিলেন, পথিমধ্যে তিনি একজন ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাস করেন, তুমি ভিক্ষা করছ কেন? তিনি তখন বলেন, তোমাকে আমার তো জিযিয়া দিতে হবে [বাৎসরিক ট্যাক্স]। উমর এ কথা শুনে মর্মাহত হন। তিনি বলেন, ওয়াল্লাহি, আমরা তোমার উপর জুলুম করে ফেলেছি। আমরা তোমার থেকে তুমি যখন যুবক ছিলে তখন জিযিয়া নিয়ে তোমাকে কি এই বয়সে ফেলে দিব? ওয়াল্লাহি, আমি তোমার জন্য মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে ভাতা জারি করব। তিনি তার জন্য ভাতা জারি করেন এবং ভাতা প্রদান বিধিবদ্ধ করে যান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। এই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

আপনারা জানেন যে, মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ইসলামি শারিয়ার উপর ডিগ্রি নিয়েছি এবং আমেরিকাতে এখানে আইন অনুষদেও আমি পড়াশুনা করেছি, তাই আমার উভয় আইনই জানা। ওয়াল্লাহি, আল্লাহ তা`আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রদত্ত আইনের সাথে কোন মানব মতবাদ, আইন বা শাসনব্যবস্থার তুলনা হতে পারে না।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।[৬৮]

যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের জন্য কী উপযুক্ত সেটি সবচেয়ে ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মানবজাতির জন্য যে অধিকার প্রদান করেছেন চৌদ্দশ বছর আগে, দুইশ বছর হলো পাশ্চাত্যে আমরা সেই অধিকারের কথা শুনতে পাই। যুক্তরাজ্য ও ইংল্যান্ডে জনগণ ১৮৭০ সনের নারী মালিকানা আইনের ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনারা ভালো করে জানেন। এই আইনের মাধ্যমে ইউরোপিয়ান নারীরা সর্বপ্রথম সম্পদ সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকার অধিকার লাভের বৈধতা লাভ করে। ১৮৭০ সনের কথা বলে যদি আমি ভুল না করি, তাহলে এই আইন এখন থেকে একশ বিয়াল্লিশ বছর আগে প্রণীত। এর মানে দাঁড়ায়, পাশ্চাত্যে একশ বিয়াল্লিশ বছর আগে একজন নারী সম্পদ অর্জন ও উত্তরাধিকার লাভ করার উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহ ও তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাশ্বত শিক্ষা ও আদর্শ একজন নারীকে সে যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ অর্জন করতে চায় তা সংরক্ষণ ও উপার্জনের অধিকার প্রদান করেছে এবং সে অর্থসম্পদ সে ছাড়া অন্য কেউ ভোগ করতে পারবে না এমনকি তার স্বামীও। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চৌদ্দশ বছর আগেই এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি নারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে বাতিল করার অধিকার প্রদান করেছেন যদিও মাত্র তিনশ বছর হলো ইউরোপে নারীরা এই অধিকার ভোগ করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, নারীকে অনিষ্টের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে বিবেচনা না করতে, আমরা নারীজাতিকে আদিপাপের জন্য দোষ দিতে পারি না। এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে ইসলামের মহত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের কিছু তুলে ধরছি না, বরং সামান্য কিছু বলছি মাত্র।

---

৬৮ আল-মুলক ৬৭:১৪

কাঁচের ঘরে বসে পাথর মারতে যেয়ো না। যাদের রেজিস্টারি খাতায় প্রায় পাঁচ লাখ নথিভুক্ত ধর্ষক ও নির্যাতনকারী আছে, আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, সবাই জানেন আসল সংখ্যা এর চেয়ে বেশি, হয়ত আরো এক লাখ নাম রেজিস্ট্রেশনের বাইরে পড়ে আছে, তাদের উচিৎ ছবি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে নিখোঁজ শিশুকামীদের খুঁজে বের করা, কারণ ধর্ষণ ও নির্যাতন এখানে মহামারী আকার ধারণ করেছে।

কিংবদন্তিতুল্য ও ভ্রান্তিউর্ধ্ব অধিনায়ক নিয়ে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। ওয়াল্লাহি, তারা যেরকম কথা এই কিংবদন্তীতুল্য মানুষটি নিয়ে বলে থাকে তিনি জীবনেও এরকম কোন খারাপ চিন্তা করেননি এবং তিনি যে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন সেখানে এরকম কোন মহামারী ছিল না। সি এন এন-এ ড. আবিল বলেন, এ দেশে শিশুকামীদের সংখ্যা গড়ে ১% থেকে ৫%। তাই আমাদের শিশুদের রক্ষা করার জন্য ছবিটির থিম এখান থেকে নেওয়া দরকার ছিল। তোমাদের চৌদ্দশ বছর আগের প্রবাদতুল্য রাষ্ট্রনায়ক নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। ওয়েন ডাইয়ার বলেন, সবচেয়ে বড় মূর্খতা হলো কোন জিনিষের সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়টি অস্বীকার করা।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন মানুষকে ইসলাম গ্রহণের বাধ্য করেননি। তিনি কখনও এমন করেননি, আমরা ও তা করি না এবং আমাদের কোন সংখ্যার দরকার নেই। আজকে মুসলিম হওয়ার জন্য কেউ শাহাদা পাঠ করলে এটা আমাদের জন্য বিরাট মর্যাদা ও আনন্দের কারণ হবে। ইসলাম গ্রহণের হার এখন সাড়া বিশ্বে তুঙ্গে এবং দলে দলে মানুষ এখন ইসলাম গ্রহণ করছে। বন্দিদের কত সত্য ঘটনা রয়েছে হাদিসের গ্রন্থে— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মুক্ত করে দেওয়ার পর মদিনার উপকণ্ঠে যাওয়ার পর সেখান থেকে ফিরে এসে রাসূলের দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের তিনি অমুসলিম হিসেবেই মুক্ত করে দিয়েছেন, তারাই ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা`আলা বলেন,

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী `তাগুত,দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করেনিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।[৬৯]

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا

বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালিমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।[৭০]

যেখানে ইসলামের শিক্ষা হলো, কাউকে যদি জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করান হয় বা ইসলাম থেকে খারিজ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা`আলা কাছে এটি গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে কীভাবে কাউকে জোর করে মুসলিম বানান হবে? আমরা কি আল্লাহ তা`আলা কাছে যা অগ্রহণযোগ্য সেটি করার জন্য মানুষকে আহ্বান করব?

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য দয়া ও রহমত, যদি আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলি, সেটি দ্বারা উদ্দেশ্য তার শিক্ষা। আর যদি আমি তার শিক্ষা ও আদর্শের কথা বলি সেটি দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দয়া ও মুহাম্মাদ একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা`আলা বলেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য দয়া ও করুণা, তিনি কেবল মুমিনদের জন্যই একমাত্র দয়া নন। তিনি কেবল পাথর, পাহাড়, গাছের জন্য দয়া নয়। বরং তিনি হলেন সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য দয়া ও করুণার আধার।

---

৬৯ আল-বাকারাহ ২:২৫৬

৭০ আল-কাহফ ১৮:২৯

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।[৭১]

তিনি কেবল চৌদ্দশ বছর আগে দয়া ছিলেন, এমন না। তিনি শেষ দিবসের আগ পর্যন্ত এই পৃথিবীর জন্য দয়া ও করুন হয়ে থাকবেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এমন একজন মানুষ তার বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, যদি কেউ তাকে দেখত, সে তার চেহারা মুবারকে সত্যের আলো দেখতে পেত। তিনি একবারে সাদাসিধা জীবন যাপন করেছেন। তার বাড়িতে মাসের পর মাসে শুধু খেজুর ও রুটি থাকত, যদিও তিনি এরচেয়ে বেশি কিছু ব্যবস্থা করতে পারতেন। এই ছিল তার আহার খাদ্য। তার স্ত্রী বলেন, টানা তিন মাস আমরা ঘরে কিছুই রান্না করিনি। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল মানুষ। তিনি আতর ও সুবাস ভালোবাসতেন।

আল্লাহ তা`আলা পক্ষ থেকে তার জন্য একটি মুজেযা ছিল এটি যে, তার শরীর থেকে যে ঘাম বের হত, সেটি মেশক আম্বরের চেয়েও বেশি সুঘ্রাণ ছিল। ইনি হলেন আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ। তার চোখের পানি ছিল মিষ্ট, তিনি যখন আল্লাহ দরবারে রোনাজারি করতেন এবং তার জাতির বিপর্যয়ের সময় যখন অশ্রুপাত করতেন এবং যখন তিনি তার অনুসারীদের সমবেদনায় কাঁদতেন সে অশ্রু ছিল আরো মিষ্ট। ইনি ছিলেন আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ।

আমরা তাঁকে প্রচণ্ড ভালোবাসি

এই মানুষটিকে আমারা প্রচণ্ড ভালোবাসি, আমরা তাকে এতটাই ভালোবাসি যে তার কথা মনে পড়লে এবং তাকে নিয়ে, তার ইতিহাস নিয়ে, তার প্রিয় স্ত্রীদের নিয়ে এবং তার প্রিয় শিষ্যদের নিয়ে আমরা যখন কথা বলি, আমাদের অশ্রু ঝরে। আমরা তাদের সকলকে ভালোবাসি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে আমরা যে অশ্রু ফেলি তাকে আমরা ভালোবাসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের দিন

---

৭১ আল-আম্বিয়া ২১:১০৭

যেকোন মুমিনের কাছে ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক দিন। যদি কোন মুসলিমকে জিজ্ঞাস করা হয়, ইতিহাসে তোমার কাছে সবচেয়ে কষ্টের দিন কোনটি? সে বলবে, রাসূলের মৃত্যুর দিন।

বিলাল রাদিয়াল্ললাহু আনহু যিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রিয় বন্ধু। আল্লাহ রাসূল তাকে মুক্ত করেছিলেন। রাসূলের ইন্তেকালে পরে সে মদিনা ছেড়ে দামেস্কে চলে যান এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। এর কারণ কি ছিল? তিনি যখন মদিনার গলিতে হাঁটতেন, তার শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনে পড়ত। তিনি ছিলেন সে সমস্ত ব্যক্তিদের একজন যাদের সামাজিক কোন মর্যাদা ও অবস্থান ছিল না, যারা ছিল নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সে অবস্থা থেকে তুলে এনে ইসলামি সমাজের এক উঁচু পদমর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় আজান দিতেন। তার কাল পা মোবারক আমাদের তিনটি ঐতিহাসিক স্থাপনার উপর পড়েছিল। আমার মনে হয় না, তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন। তিনি আযান দেওয়ার জন্য মদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে উঠেছেন,

মক্কায় কাবার শরিফে উঠেছেন এবং জেরুজালেমে মসজিদে উঠেছেন যখন উমর রাদিয়ায়ল্লাহু আনহু সেখানে যান। তিনি এ কষ্টে ও দুঃখে মদিনা ছেড়ে চলে গেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া তিনি কীভাবে মদিনার রাস্তায় হাঁটবেন। রাসূল ও বেলাল ভোরবেলা একে অপরের সাথে হৃদয় হৃদয়ে কথা বলতেন, কারণ তারা দুজনই সবার আগে ঘুম থেকে উঠতেন একজন আযান দিতেন, আর অপরজন নামাজ পড়াতেন।

শুনে নাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছিলেন? আর তিনি কেমন ছিলেন? সহিহ আল বুখারিতে আছে, আনাস বিন মালিক বলেন, আমি দশ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম, আমি কখনো তার মুখে উফ [অধৈর্য ও অস্বস্তি বুঝাতে শব্দটি ব্যবহার হয়] শব্দটাও একবার শুনিনি। তিনি কখনো আমাকে বলেননি কেন তুমি এটি করেছ আর কেনই বা তুমি এটি করনি? এমনকি আমি কোন ভুল করে ফেললেও তিনি বলেননি। কেউ কি আমাকে বলতে পারবে যে, কারো সাথে দশ বছর একত্রে থাকার পর একবারের জন্যও কি তাদের মধ্যে

বাকবিতণ্ডা হয়নি? আর আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তার সেবক, আর একজন সেবক তো কাজ করতে গেলে ভুল করেই। সে ভুল করলেও তাকে তিনি কখনো কিছু বলেননি। তিনি তাকে জিজ্ঞাস করেননি, কেন তুমি এটি করেছ, আর কেনই বা তুমি এটি কর নি?

তিনি যখন বাচ্চাদের পাশ দিয়ে যেতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন। একটা ছোট্ট ছেলে ছিল তিনি তার সাথে মজা করতেন, তার নাম ছিল আবু উমাইর। একবার কোন একজায়গায় সে অনুপস্থিত ছিল, তিনি জিজ্ঞাস করলেন, আবু উমাইর কোথায়? তারা বলল, সে একটি ছোট্ট পাখি দিয়ে খেলত। পাখিটা মারা গেছে, তাই তার মন খারাপ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাসায় যান। তিনি বাচ্চাটাকে সময় দেন এবং তাকে আনন্দ দেন। ফলে তার মন ভালো হয়ে যায়। ইনি হলেন আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিনি এক ইয়াতিমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কোলে নেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তিনি বলেছেন, ইয়াতিমের সাথে যদি আমরা ভাল আচরণ করি তাহলে আল্লাহ তা`আলার কাছে এর প্রতিদান পাব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী।

যদি নতুন কোন ব্যক্তি যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন নি, তিনি যদি তাকে খুঁজতে আসতেন, জিজ্ঞাস করতেন, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কোন জন? তার পোশাক, অবয়ব এবং মুখমণ্ডলে বিনয়ের প্রকাশ ছিল। যখন রোমান বা পারস্যের কোন দূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখত, তারা বলত, আমরা অনেক রাজা-বাদশাহ দেখেছি, তবে আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে মানুষ ভালোবাসে এভাবে কাউকে ভালবাসতে দেখিনি। আল্লাহ তা`আলা তার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দিয়ে দিয়েছেন এই ভালোবাসা হটাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি।

এই ভালোবাসাকে মুসলমানের হৃদয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রদ্ধা করতে হবে মুসলিমদের মজবুতভাবে তার বিশ্বাসের উপর অটল থেকে। যদি তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকতেন, তাহলে এটাই তাকে গর্বিত করে তুলত। বর্তমান যত সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা হই, এসব নিয়েই যদি আমরা তার আদর্শ ও বিশ্বাসের

উপর অটল থাকতে পারি, তাহলেই তিনি খুশি হতেন। প্রকৃত ধৈর্য হলো বিশ্বাসের উপর অটল থাকা। আল ও ওয়াল বারা এমন কোন আকস্মিক অনুভূতি না যে সময় সময়ে তা জেগে উঠবে, আবার কখনো যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে কোন ছবি নির্মিত হবে। এটি সার্বক্ষণিক একটি অনুভূতি যা আমাদের হৃদয়ে সব সময় বিরাজ করবে। একটা বিষয় এখানে স্পষ্ট করা দরকার, আর আমি স্বভাবতই কোন বিষয় কিছু বলে কিছু রেখে দেওয়ার মানুষ না, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে আমরা তাদের ভালোবাসি, আর যারা তাকে ঘৃণা করে আমরা তাদের ঘৃণা করি। আর ভালোবাসার দাবিই এটা, এখানে তর্ক করার কোন সুযোগ নেই।

আমাদের মুসলিমদের তার আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করার মাধ্যমে তার ভালোবাসার পরিচয় দিতে হবে। কারণ এভাবেই আমরা তাকে ভালোবাসি, তার ভালোবাসা মনের গহীনে লালন করি এবং এভাবে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। সাহাবায়ের কেরাম ও তাবিয়িনদের সময়ে জ্ঞানীগুণজন একটি সুন্নাহের অনুসরণ এই কারণে করত যে, এটি একটি সুন্নাহ। ইসলাম অনুশাসন মতে, সুন্নাহ হলো এমন আমল যা অত্যাবশ্যকীয় নয়। আর আজ আমরা সুন্নাহের অনুসরণ করি না। আমরা বলি, এটা তো সুন্নত! এটা মানা অতটা জরুরী না। অথচ অতীতে শুধু সুন্নাহ হওয়ার কারণে এটার উপর আমল করা হত।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।[৭২]

আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে অমুসলিমদের ইসলামের পথে ডাকতেন সেভাবে তাদের ডেকে আমরা তাকে সাহায্য করেছি।

৭২ আল ইমরান ৩:৩১

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৭৩]

ইবনুল কইয়্যিম বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত ইলম সহকারে যতক্ষণ না কোন ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মের দিকে আহ্বান না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যিকারে মুমিন হতে পারবে না। আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক কোন প্রিয় মানুষ নেই। আমরা যতক্ষণ না আমাদের স্ত্রী চেয়ে বেশি, পিতামাতার চেয়েও বেশি, ছেলেসন্তানের চেয়েও বেশি মোটকথা সবকিছুর চেয়ে বেশি এমনকি আমাদের প্রাণের চেয়েও বেশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসতে না পারব মুসলিম হিসেবে আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আমরা তাকে আমাদের নিজেদের থেকে বেশি কেন ভালোবাসবো না। নিজেদেরকে আমাদের যতটা না প্রয়োজন তার থেকে বেশি আমাদের তাকে প্রয়োজন। তিনি আমাদের জাহান্নাম থেকে একমাত্র মুক্তিদানকারী। বিচার দিবসের দিন সামান্য কিছু আমলের ঘাটতির জন্য জান্নাতে যাওয়া স্থগিত থাকলে, আমার মা, বাবা কেউই আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তবে আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশের জন্য যাই, তিনিই আমাকে একমাত্র সাহায্য করতে পারবেন। তাহলে এবার বলুন আমি কাকে ভালোবাসব? আমি তো নিজের থেকেও তাকে বেশি ভালোবাসব।

বক্তৃতার শেষের দিকে, আমি সবসময় ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহের কথার উদ্ধৃতি দেই, যদিও তিনি আজ থেকে সাতশ বছর আগের মানুষ, তবুও তার অন্তর্দৃষ্টির জন্য আজও তার কথার হুবুহু প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তিনি কোন গণক বা জিন দিয়ে সংবাদসংগ্রহকারী ছিলেন না। তার বিস্তৃত

---

৭৩ ইউসুফ ১২:১০৮

জ্ঞানের কারণে, তিনি এমন এমন সিদ্ধান্ত ও উপসংহারমূলক উক্তি পেশ করেন যে, তার গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে মনে হবে তিনি যেন আমাদের সময় ও পরিবেশের কথাই বলছেন। সর্বশেষ আমি তার যে উক্তিটি বলেছিলাম যতদূর আমার মনে পরে সেটি হলো, তিনি বলেছেন, ইনসাফের কারণে একটি অমুসলিম রাষ্ট্রেও উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আসতে পারে, পক্ষান্তরে জুলুমের কারণে একটু মুসলিম দেশেরও সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। এই মূলনীতিটির বাস্তবায়ন আমরা নিজ চোখে দেখছি এখন।

আজকে আমি এ বিষয়ের উপর কিছু কথা বলতে চাই। এই কথাটি ইবনে তাইমিয়ার কিতাব الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح গ্রন্থে الصارم المسلول গ্রন্থেও আছে এবং الفتاوى বিভিন্ন জায়গায় কয়েকবার উল্লেখ আছে। প্রত্যেক বারই একটু ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এর শেষ কথা একই ছিল। কেউ যদি প্রকাশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে বা তাকে উপহাস করে তখন মানুষ তাদের এই কাজের কারণে খুশি হয় এবং আনন্দিত। তিনি তার সময়ের কথা বলছেন। কেন? রাসূলকে নিয়ে এসব কথা শোনার কারণে তাদের বুক কষ্টে দুঃখে ক্ষোভ রাগে ফুলে ওঠার কথা ছিল, অথচ তারা একে অপরকে সুসংবাদ দেয়। তারা একে অপরকে খুশির খবর জানায়। কারণ এটি বিজয়ের সূচনা ও লক্ষণ। বিজয় অবশ্যম্ভাবী এবং নিকটবর্তী। মোটকথা তারা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো অভিশাপ দিবে, বিজয় তত ঘনিয়ে আসবে এবং কাছে চলে আসবে। মুসলিমদের এই অভিজ্ঞতা অনেক দিন ধরে। অনেক কথা বলার ছিল ব্যাপারে, তবে আজ এই পর্যন্তই শেষ করতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে হয়তবা আরেক পর্বে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম নিয়ে গর্ব কর, ইসলামের আদর্শ নিয়ে গর্ব কর। আমরা দাওয়াত ভালবাসি, আমরা দাওয়াতের জন্য সবচেয়ে ভাল ও উত্তম পথ গ্রহণ করি। অমুসলিমদের মধ্যে যারা দ্বীন জানতে চায়, তাদের জন্য আমার লেকচারগুলো আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন। তবে যখন তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে চায় তখন আমরা তাদের সাথে আমরা বসতে পারি না, আল্লাহর কসম করে বলছি, তখন আমরা বলতে পারি না, আমাদের হাদিস দুর্বল, আমি কীভাবে ইলম গোপন করতে পারি, আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব তাদের সাথে আপোষ করা? আমরা কখনই তা করতে পারব না। তাদের বাড়ি কাঁচের তৈরি, তা সত্ত্বেও সেখান থেকে তারা আমাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে। তোমার বাড়ি যেহেতু কাঁচের তৈরি, সেহেতু কাউকে তোমার পাথর মারা উচিৎ না। আমরা হিকমত ও প্রজ্ঞার কথা বলি, তবে যদি তারা আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে আমরা তাদের দেখিয়ে দিব, যে তাদের আইনকানুনই বিশৃঙ্খল, এলোমেলো ও হাস্যকর, আমাদেরটা না। যারা দ্বীন শিখতে চায়, জানতে চায়, তাদের জন্য আমরা আমাদের মনপ্রাণ উজাড় করে দেব, তাদের প্রতি আমরা কোমল ও সদয় হব, যারা দ্বীনকে জানতে আগ্রহী তাদের মাঝে এবং প্রাচ্যবিদেরা যারা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অসৎভাবে আক্রমণ করে আসছে তাদের মাঝে বিশাল পার্থক্য আছে। দ্বীনের দাওয়াত ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপে পার্থক্যটা ঠিক এ জাগাতেই, তাই ইন্টারফেইথ মূলত দাওয়াতের অংশ নয়।